মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়।

শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর কর্ত্তৃক।

"আলালের ঘরের দুলাল," "রামারঞ্জিকা," "কৃষিপাঠ" এবং "গীতাঙ্কুর" লেখক।

দ্বিতীয় বার মুদ্রিত।

কলিকাতা।

ডি রোজারিও কোম্পানির যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইল।

সন ১২৬৯ সাল।

PREFACE.

Encouraged by the favorable reception of the novel entitled "আলালের ঘরের দুলাল" I now beg to present the Reading community with another little work. It contains several papers which originally appeared in a monthly magazine and which have been now slightly revised. I crave tho indulgence of the Reader for the imperfections which this publication contains. It was my wish to have illustrated this work, but finding it impracticable, I have reduced its price.

TEK CHAND THAKOOR.

ভূমিকা।

"আলালের ঘরের দুলাল" পরিগৃহীত হওয়াতে কিঞ্চিৎ উৎসাহ পাইয়া আর এক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ করিতেছি। এই পুস্তকের কয়েকটী রচনা পূর্ব্বে প্রকাশ হইয়াছিল এক্ষণে তাহা কিঞ্চিৎ সংশোধন পূর্ব্বক ছাপান গেল। গ্রন্থের যে দোষ আছে তাহা পাঠক বর্গ ক্ষমা করিবেন। বাসনা ছিল যে দুই তিনটী গল্প তসবিরের সহিত প্রকাশ হইবে কিন্তু তাহা সুবিধা পূর্ব্বক না হওয়াতে মূল্য অল্প করা গেল॥

শ্রীটেকচাঁদ ঠাকুর।

PUBLICATIONS

BY

TEK CHAND THAKOOR.

1. আলালের ঘরের দুলাল, post 8vo. bound in cloth, 12 annas per copy.

2. মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কিউপায়, post 8vo. bound in cloth, 8 annas per copy.

3. রামা রঞ্জীকা, post 8vo. cloth, price 8 annas.

4. গীতাঙ্কুর।

5. কৃষিপাঠ (Printed on account of the Agricultural and Horticultural Society of India.)

নির্ঘণ্ট।

মদ খাওয়া বড় দায় জাতি থাকার কি উপায়।

---

১ মদ খাওয়া বড় বাড়িতেছে—মাতাল নানারূপী।

কলিকাতায় যেখানে যাওয়াযায় সেইখানেই মদ খাইবার ঘটা। কি দুঃখী কি বড়মানুষ কি যুবা কি বৃদ্ধ সকলেই মদ্য পাইলে অন্ন ত্যাগ করে। কথিত আছে কোন ভদ্র লোক এক গ্রামে কিছু দিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন তথায় দেখিলেন প্রায় সকল লোক অহোরাত্র অবিশ্রান্ত গাঁজা খাইতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এ গ্রামে কত লোক গাঁজা খায়? গাঁজাখোরের মধ্যে এক জন উত্তর করিল আমরা সকলেই গাঁজা খাইয়া থাকি, গ্রামের শালগ্রাম ঠাকুর ও আমাদিগের টেপিপিসি যাহার বয়স্ ৯৯ বৎসর কেবল তাঁহারাই খারিজ আছেন। কলিকাতা এক্ষণে প্রায় তদ্রূপ।

মদ্য পানে কি শরীর ভাল থাকে? কোন২ মদ্য পরিমিতরূপে পান করিলে ধাতুবিশেষে উপকার হয় বটে, ডাক্তারেও ঐরূপ বিধি দেন কিন্তু নিরন্তর পেয়ালা বাজিতে শরীর ত্বরায় নষ্ট হয়। কত২ লোক মদ্য পান করিয়া অধঃপাতে গিয়াছে। যাঁহারা বিয়ের কি শেরি কি পোর্ট কি ক্লারেট অথবা অন্যবিধ নরম গোচের মদ্যের নাম ও সহ্য করেন না, জল না মিশাইয়া কেবল ব্রাণ্ডি বোতল২ পান করেন, তাঁহারা প্লীহ পক্ষাঘাত ও অন্যান্য রোগে যে শীঘ্র আক্রান্ত হবেন তাহাতে আশ্চার্য কি?

মদ্য পানে যে কেবল শরীর নষ্ট হয় এমত নহে; শরীরের সঙ্গে বুদ্ধি ও ধনও যায়। জ্ঞানশূন্য হইয়া ভোঁ অথবা টুপভুজঙ্গ রূপে থাকিলে কি ফল? জ্ঞানকে একেবারে ডুবাইয়া আমোদ করিলে সে আমোদে আমোদ হইতে পারে না, মনকে নির্ম্মল রাখিলে ও সৎকর্ম্ম করিলেই প্রকৃত আমোদ হয়। মদের

জোরে লম্ফ ঝম্ফ হইতে পারে বটে কিন্তু সে কত ক্ষণ থাকে? অনেক ব্যক্তি মদে আসক্ত হইয়া বুদ্ধিকে একবারে বিসর্জন দিয়াছে—তাহাদিগের মান সম্ভ্রমও অন্তর্ধান হইয়াছে।

মদ্যের অদ্ভুত শক্তি! যে ব্যক্তি পান করে সে দুধকে জল বলে ও জলকে দুধ বলে। কলিকাতার কোন বুনিয়াদি মাতালের বাটীতে তাঁহার চাকর প্রস্রাব করিতেছিল, মাতাল বাবুর মস্তকে পড়িলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন আমার মাথায় কি পড়িল? পরে শুনিলেন—প্রস্রাব। তখন আপনি কহিলেন তবে ভাল, আমি বোধ করিয়াছিলাম—জল।

কথিত আছে অন্য এক বুনিয়াদি মাতাল বাবু মদে মত্ত হইয়া দশমীর দিবস প্রতিমা বিসর্জন কালীন নৌকায় দাঁড়াইয়া রোদন করিতে২ বলিয়াছিলেন—"অরে! মা চল্লেন—মার সঙ্গে কি কেহ যাবে না, অরে বেটা ঢাকি তুই যা" এই বলিয়া ঢাকিকে ধাক্কা দিয়া জলে ফেলিয়া দেন। ঢাকী ভাসিতে২ বহু ক্লেশে বাঁচিয়াছিল আর তাঁর বাটীর দিকদিয়াও যাইত না।

অপর শুনা আছে কোন মাতাল ভোজন করিতে বসিয়াছিলেন, তাঁহার পার্শ্বে জলের ঘটী ছিল না, একটা বিড়াল বসিয়াছিল। মাতাল জলের ঘটী মনে করিয়া বিড়ালকে ধরিলেন। বিড়াল মেও২ করিতে আরম্ভ করিলে, বলিলেন—শ্যালা জলের ঘটী! তুই মেও২ করিয়া কি বাঁচবি? তোকে এখনই খাব। পরে বিড়ালকে মুখের কাছে তুলিলে বিড়াল আঁচড় কামড় করিয়া পলায়ন করিল।

আর এক ভক্ত মাতালের কথা বড় অদ্ভুত। সেই মাতালের নাম——সিংহ। তাঁহার বাটীতে পুজা হইবে, ষষ্ঠীর রাত্রে উঠিয়া প্রতিমার নিকট বসিয়া কোপে পরিপূর্ণ হইয়া সিংহকে বলিলেন অরে বেটা সিংহ! তুই নকল সিংহ, আমি আসল সিংহ, তুই বেটা মার পদতলে কেন? এই বলিয়া সিংহকে ভাঙ্গিয়া আপনি চাদর মুড়ি দিয়া সিংহ হইলেন। প্রাতঃকালে পুরোহিত আসিয়া দেখিলেন বাটীর কর্ত্তা স্বয়ং সিংহ হইয়া রহিয়াছেন। তিনি আস্তে ব্যস্তে বলিলেন মহাশয় ওখানে কেন—মহাশয় ওখানে কেন? কর্ত্তার নেসা ছুটিয়াছিল, সেস্থান হইতে আস্তে২ উঠিয়া অধোমুখে বৈঠক খানায়

গিয়া বসিলেন। গুরু পুরোহিত সকলে বলিতে লাগিলেন কর্ত্তা বড় ভক্ত, না হবে কেন? সিদ্ধ বংশ! এরূপ কর্ম্ম কটা লোকে কর্‌তে পারে—কায়মন চিত্তে দেবির উপাসনা করিতে পারিলেই মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হয় ও সাধু লোকে এই প্রকারেই সিদ্ধ হন,—নিকটে এক জন স্পষ্টবক্তা বসিয়া ছিল, খোসামুদে কথা সহ্য করিতে না পারিয়া বলিল—"সিদ্ধি পূর্ব্বে হইত এক্ষণে সিদ্ধিও হয় না বস্তুও হয় না কেবল অ! আ! হয়॥

২ মদে মত্ত হইলে ঘোর বিপদ ঘটে।

দে পাক—দে পাক—ডেডাং ডেঙ্গাং ডেং ডেং। চড়কের পিট চড়২ করে তবুও পাছুটি নেড়ে আঙ্গুল ঘুরায়ে এক২ বার বলে দে পাক—দে পাক। মাতালও সেইরূপ—গলা-গলি মদ খেয়ে চুরচুরে হয়েছে—শরীর টলমল কর্‌ছে—কথা এড়িয়ে গেছে—ঝুঁকে২ এদিক ওদিক পড়ছে তবু বলে ঢাল২। চড়কের পর চড়কেরা ক্লেশ মনে করিয়া প্রতিজ্ঞা করে এসে বৎসর আর সন্ন্যাষ কর্‌ব না কিন্তু ঢাকের বাজনা উঠিলেই পিট সড়২ করে। সেইরূপ মাতাল—মদ খেয়ে বড় ঢলায়, পরে জ্ঞান হইলে একটু২ লজ্জা হয়, পরিবারের মিষ্ট ভর্ৎসনায় মনে২ শপথ করে দূর কর এ কর্ম্ম আর কর্‌ব না কিন্তু লাল জল দেখ্‌লেই প্রাণটা অমনি লাফিয়া উঠে—বোধ করে স্বর্গ হাতে পাইলাম—প্রথম২ আশড়াগেছে রকম এক২ বার বলে না আমি আর খাব না, পরে একবার আরম্ভ হইলেই শপথ পাদাড়ে ছুটে পালায়, ক্রমে বুঁধ হইয়া বসিয়া থাকে।

ভবানীপূরের ভবানী বাবু কালেজে পড়া শুনা করেন। লেখাপড়া শিখিলে সকলেরই একটু হিতাহিত বোধ হইতে পারে বটে কিন্তু নীতি বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান জন্মাইতে হইলে বিশেষ উপদেশের আবশ্যক হয়, সে রূপ উপদেশ কালেজে হয় না। একে এই ব্যাঘাত, তাতে অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়াতে কতক গুলা বেলেল্লা ছোঁড়ার সঙ্গে সহবাস করিয়া ভবানী বাবু কপ্‌চাতে না শিখিতে২ মদ খেতে আরম্ভ করিলেন। বাটীতে কেহ শাসন কর্ত্তা নাই—আর শাসন কর্ত্তা থাকিলেই

বা কি? এতদ্দেশীয় বাবুরা মনে করেন ছেলেকে কালেজে দিলেই সব হইল—আপনারা অন্য কর্ম্মে ব্যস্ত, ছেলের সদুপদেশ হইতেছে কি না তাহার কিছুমাত্র তদারক করেন না—হয়তো কোনং মহাশয় কুকর্ম্মেতে ছেলেপুলের চক্ষু আপনি খুলিয়া দেন।

ভবানীবাবুর ক্রমেং সুখ ইচ্ছা হইতে লাগিল। অতি শীঘ্র কালেজকে জলাঞ্জলি দিয়া বাটীতে বসিয়া নিরবচ্ছিন্ন মদে মত্ত হইলেন। অল্প দিনের মধ্যেই পেয়ালা বাজীতে পেকে গেলেন। কি প্রাতে কি মধ্যাহ্নে কি রাত্রে কখনই বোতল ছাড়া নাই, কেবল মদের কথা—মদের চর্চ্চা—মদের আলাপ—মদের প্রশংসা। মদেতে যেং দোষ ঘটে—তাহা সকলেই ঘটিল। পরিবারের প্রতিও স্নেহ কম হইতে লাগিল—মায়ের কাছে বসা নাই—স্ত্রীর মুখ দেখা নাই—সন্তানাদির তত্ত্ব করা নাই—রাত্রি দুইটা তিনটা পর্য্যন্ত দশ জন মাতাল লইয়া বৈঠক-খানায় কেবল গোল মাল করেন। কেহ কাঁদেন—কেহ হাসেন—কেহ চীৎকার করেন—কেহ গান গান, কেহ ঢোল পেটেন—কেহ নাচেন—কেহ গালি দেন—কেহ মারেন—কেহ ডিকবাজি খান। বাটীতে এমনি শোরশরাবত হইতে লাগিল যে পাড়ার নেড়ি কুকুর ও চৌকিদার ভেগে গেল। সন্ধ্যার পর কার সাধ্য সে দিগ দিয়া পথ চলে। যখন সকল অবতারগুলি একত্র হন তখন এমনি মেরোয়া হইয়া উঠেন যে বোধ হয় যেন ইংরাজের কেল্লা গেল। এক দিক থেকে এক জন ঠাকুরুন বিষয়ের টিতেন ধরেন—অমনি আর এক জন তাঁহার মুখের কাছে হাত নেড়ে বিরহ গান—আর এক দিগ্ থেকে এক জন ধ্রুপদের আলাপ করেন—অমনি আর এক জন তাঁহার ঘাড়ের উপর দুটি পা তুলিয়া দিয়া মুখের সাম্নে মুখ রেখে গাধার ডাক ডকেন। হয়তো কেহ উঠে মাথায় হাত দিয়া বাই নাচ নাচেন—আবার অন্য এক জন তাহাকে ঠেলে ফেলিয়া আড়খেম্টায় নৃত্য-করেন। যে পর্য্যন্ত ঝিমকিনি ভাবে থাকেন সে পর্য্যন্ত কেহই স্থির নহেন। নেসাটি দুধ মরে ক্ষীর হইলেই বৈঠকখানা কুরুক্ষেত্র হইয়া পড়ে—কোন্ দিগ থেকে কোন্ বীর কোথায় পড়ে যান তার আর খোজ খবর থাকেনা।

এ ভাব সহজ ভাব, পরব পরব হইলে নানা ভাবের উদয় হয়। পূজার সময় নবমীর রাত্রে বাটীতে বিদ্যাসুন্দরের যাত্রা হচ্ছে—ভবানীবাবু সমস্ত রাত্রি তকিয়ার উপর হাত দিয়া ঝিমুচ্ছেন—এক২ বার বোধ হচ্ছে যেন পড়ে গেলেন। ভোরে তোপের শব্দে চমকিয়া উঠিলেন, চোক্ খুলে চারিদিকে ফেল্২ করিয়া দেখ্তে২ যাত্রাওয়ালাদের বলিলেন—শ্যালারা! সারা রাত কেবল মালিনীর গান শুনায়ে হাড়েনাড়ে জ্বলিয়েছিস—কৃষ্ণ বাহির কর—যাত্রাতে কৃষ্ণ নাই? তোবেটাদের থামে বেঁধে মারব। কৃষ্ণ বাহির করিবার* গোল হইতে২ সূর্য্য উদয় হইয়া পড়িল। নিকটস্থ দুই এক ব্যক্তি বলিল কৃষ্ণ এসময়ে গোষ্ঠে গমন করিয়াছেন—এখন কৃষ্ণ কোথা পাওয়া যাবে? মনেতে এক২ সময়ে এক২ ভাবই থাকে, বাবুর বৈষ্ণব ভাব গেলে শাক্ত ভাব উদিত হইল, প্রতিমার নিকটে আসিয়া গলায় কাপড় দিয়া জোড় হাতে কাঁদ্তে২ বল্তে লাগিলেন—মা আমাকে বুঝি ছেড়ে যাবি? ছেলে এক বৎসর মাকে না দেখে কেমন করে থাক্বে? আমি প্রাণ গেলেও ছেড়ে দিব না—বেটি তুই যা দেখি কেমন করে যাবি? এই বলিয়া দেবীর পা ধরিয়া টানিতে লাগিলেন—টানাটানিতে প্রতিমার অর্দ্ধেক পা ভাঙ্গিয়া গেল। বাটীর সকল লোক হাঁ২ করিয়া আসিয়া ক্ষান্ত করাইতে লাগিল।

এইরূপে ভবানীবাবু কাল ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন। পিতা যৎকিঞ্চিৎ যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন ক্রমে২ দশ জনে লুঠে পুটে লইতে আরম্ভ করিল। বিষয় আশয়ের দেখা শুনা কিছু মাত্র ছিল না—বাবু যেরূপ ব্যস্ত থাকিতেন তাহাতে দেখা শুনার বড় আবশ্যকও থাকিত না, এই জন্য একেবারে লুটের বিলাত পড়ে গিয়াছিল, অনুগ্রহ করিয়া ফাকি দিলেই অক্লেশে হজম হয়্যা যাইত। বিষয় আশয় নষ্ট হইলে পর ভবানীবাবুর টানাটানি হইতে লাগিল। পরিবারেরা সর্ব্বদাই অনুযোগ ও কাঁদা কাটি আরম্ভ করিল, তিনি শুনেও শুনিতেন না। পরিবারের খাওয়া পরা হইল কি না তাহার খোজ খবর রাখতেন না, কিন্তু জায়গা বেচিয়াই হউক, আর২

জিনিস বেচিয়া হউক, মদের কড়িটি শিওরে রাখিয়া শুয়ে থাকিতেন।

মাতালের কাছে যে সকল লোক যায় তাহারা লক্ষ্মীর বর যাত্রী—মদের লোভেই যায়—মদ না পাইলে সম্পর্ক কি? ভবানীবাবু সকলকে ভাল রকম মদ আর যুগিয়ে উঠ্‌তে পারিলেন না, আপনি বিলাতি রকম খান, অন্যকে ধেনো গোছ দেন। সঙ্গি বাবুদের বরাবর মিছিরি খাইয়া মুখ খারাব হয়েছিল এখন মুড়ি ভাল লাগ্‌বে কেন? সুতরাং তাহারা ক্রমেং ছুট্‌কে পড়িতে লাগিল। ভবানীবাবুর এমন অভ্যাস হইয়াছিল কেহ কাছে থাকুক বা না থাকুক আপনি প্রত্যহই পূর্ণ মাত্রাটি লইবেন। এই প্রকার ভাবে কিছুকাল থাকেন, দৈবাৎ একদিন তাঁহার পক্ষাঘাত হইল, এক হাত ও এক পা অবশ হইয়া পড়িল, কেবল কথা এড়িয়ে যায় নাই। এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাঁহার মা ও স্ত্রী ও পুত্রেরা তৎক্ষণাৎ নিকটে আসিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন ও বিষন্ন হইয়া বসিলেন, পরে দুই এক জন আত্মীয়ের পরামর্শে ডাক্তর হেয়ার সাহেবকে আনাইলেন। ডাক্তর সাহেব ভবানীবাবুর পিতার মুরুব্বি ছিলেন, তাঁহার পিতার বিষয় কর্ম্ম ডাক্তর সাহেবের সুপারিসে হইয়াছিল, তিনিও নানা প্রকারে সাহেবের নিকট উপকৃত হন। ভবানীবাবু বাল্যাবস্থায় ডাক্তর সাহেবের বাটীতে সর্ব্বদাই যাইতেন কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর একবারও তাঁহার দ্বার মাড়ান্ নাই। ডাক্তর সাহেব ভবানীবাবুর সংক্রান্ত সকল কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া খেদ ও দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভবানীবাবুর মাতা কাঁদিতেং ডাক্তর সাহেবের পায়ে জড়িয়া পড়িয়া বলিলেন—বাবা তোমার অন্নে আমাদের শরীর—এক্ষণে ছেলেটিকে যাতে পাই তা কর। ডাক্তর সাহেব অনেক ভরসা দিয়া বিশেষ মনোযোগী হইয়া দেখিতে লাগিলেন।

কয়েক দিন হইল মদ কেমন ভবানীবাবু চক্ষে দেখেন নাই—মাতাল বাবুদেরও আসা যাওয়া বন্ধ হইয়াছে। আপনি বিছানায় পড়ে—উঠিবার তাকৎ নাই—পরিবারেরা

কেহ না কেহ ধরিয়া উঠাচ্ছে—বসাচ্ছে—খাওয়াচ্ছে—শোয়াচ্ছে। তিনি যাহাতে সোয়াস্তি পান—যাহাতে ভাল থাকেন, প্রাণপণে তাহাই কর্‌ছে। এইরূপ স্নেহ দেখিয়া ভবানীবাবুর অন্তঃকরণ এক২ বার নরম হইতেছে—তিনি মনে২ কহিতেছেন—হায়! আমি কি কুকর্ম্ম করিয়াছি! পরিবারকে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিয়াছি, তাহাদিগের কথা কখন শুনি নাই, কিন্তু আমার এই অসময়ে তাহারা প্রাণ দিতে উদ্যত। তিন চারি দিবসের পর ডাক্তর সাহেব আসিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বলিলেন—ভবানী! তুমি আরাম হবে, আরকোন ভয় নাই—আমি তোমার কাছেথেকে টাকা কড়ি লব না, তুমি যে ভাল হইলে এই আমার পরম আহ্লাদের বিষয়, কিন্তু আমার একটি কথা শুনিতে হইবে; তোমার রোগ মদ খাবার দরুণ—তোমাকে একেবারে মদ ত্যাগ করিতে হইবে—মদ খাওয়াতে তোমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, পুনরায় তোমার এরূপ পীড়া হইলে কোন প্রকারেই বাঁচিবে না। ডাক্তর সাহেব গমন করিলে ভবানীবাবুর মাতা বলিলেন—বাবা! আমার মাথা খাও, ডাক্তরের কথাটি শুনিও। আমাকে খেতে পর্‌তে দাও বা না দাও সে ক্লেশ বড় ক্লেশ নহে, তুমি ভাল থাকিলেই আমার লক্ষ লাভ। ক্ষণেক কাল পরে স্ত্রী পায়ে হাত বুলাইতে২ বলিলেন—আমার বড় ভাগ্য যে আবার এ পায়ে হাত দিতে পাইলাম, প্রায় দশ বৎসর হইল বেঁচে আছি কি মরে গিয়েছি একবার জিজ্ঞাসাও কর নাই—বড় অধর্ম্ম না হইলে স্ত্রী জন্ম হয় না—আমরা অবলা—আমাদের কোন চারা নাই—তোমরা যা করবে তাই সহিতে হবে—কখন আমার মুখ দেখ নাই—বরং সর্ব্বদা গালি দিয়াছ তাতে আমার খেদ নাই—আমি আর জন্মে যেমন কর্ম্ম করেছি তেমনি ফল হচ্ছে—আমার কপালে সুখ না থাকিলে কোথা থেকে হবে? সে যাহা হউক, এখন এই ভিক্ষা দাও আর বাওণ্ডুল রকমে চলিও না। আমি তোমার কাছে টাকাকড়ি চাই নে—গতর থাকিলে দাসীগিরি করিয়া ছেলেদের খাওয়া পরা দিতে পারবো, এই মাত্র চাহি তুমি ভাল থাক—তোমার রোগ

আর যেন আমাকে দেখ্‌তে হয় না। পরে বড় পুত্রটী আসিয়া নিকটে বসিয়া কিছু কাল চুপকরিয়া রহিলেন—ইচ্ছা হইল কিছু বলিবেন কিন্তু মুখ বাধ২ করে, অবশেষে ভরসা করিয়া প্রথমে আদ্দা২ কহিতে লাগিলেন পরে বলিলেন—বাবা স্কুলে গেলে সকলে বলে তুই সেই মাতাল বেটার ছেলে, তুইও বাপের মত হবি, তোর উপরে আমাদের বিশ্বাস কি? আমি সেই জন্য কাহার কাছে মুখ দেখাতে পারি না। এই সকল কথা শুনিয়া ভবানীবাবু এঁ ওঁ করিয়া অন্যান্য কথা ফেলেন কিন্তু তাঁহার পত্নী তাহাতে ভোলেন না, তিনি আপন কথাই উলটে পাল্‌টে ধরেন। কাণাকে কাণা বল্‌লে বড় রাগে। ভবানীবাবু অমনি ত্যক্ত হইয়া উঠিয়া উত্তর করিলেন—আ! কি আপদেই পড়লাম! পোড়া ঘায় আর লুণের ছিটে কেন দাও? এমত গঞ্জনা খাওয়া অপেক্ষা যে মরা ভাল ছিল!—সে যাহা হউক আমার বড় দিব্য যদি কখন আর মদ স্পর্শ করি—আজ অবধি শপথ করিয়া ত্যাগ করিলাম।

পীড়া আরাম হইলে ডাক্তর সাহেবের সুপারিসে এক সওদাগরের বাটীতে ভবানীবাবুর একটী কর্ম্ম হইল। যেমন বিষয় কর্ম্মটী হইল অমনি তাঁহার বাটীতে লোকের আমদানি হইতে লাগিল। এ বলে দাদা কেমন আছ—ও বলে বাবা ভাল আছ তো? এ বলে তোমার বাপের সঙ্গে আমার হরিহর আত্মীয়তা ছিল—ও বলে আমি তোমার খুড়ীর মামাত ভাই, আমাদের দুজনের এক শরীর ও এক প্রাণ ছিল। সাবেক দলেরও দুই এক জন বেলেল্লা আসিয়া তুড়ি মারে, গাল গল্প করে ও টপ্পাটা আষ্টা গায়।

ভবানীবাবু দিনে কুঠি যান—রাত্রে বাটীতে আসিয়া চুপ করিয়া মনমরা হইয়া থাকেন। কিছুই ভাল লাগে না—সব ফাঁক২ বোধ হয়। কখন২ মনে করেন মানুষের একটা না একটা আমোদ না থাকিলে কেমন করিয়া বাঁচ্‌তে পারে? আমি শপথ করেছি বটে আর মদ ছোঁব না কিন্তু প্রাণটাতো বাঁচাতে হবে? আপনি বাঁচ্‌লে বাপের নাম! যদি এমন নিরামিষ রকমে থাকি তবে হায়োলদেল হয়ে মরে যাব,

আর আমি বরাবর দেখেছি একটু লাল জল পেটে না পড়লে মনের স্ফূর্ত্তি হয় না এবং যাহা খাওয়া যায় ভাল হজমও হয়না। কিন্তু কর্ম্মটি গোপনে করিতে হইবে—প্রকাশ হইলে মা এসে ফেচ২ করিবেন—স্ত্রীর গঞ্জনা সহিতে হইবেক—ছেলেটাও আবার টেঁশ২ করবে।

এই স্থির করিয়া ভবানীবাবু বারফট্কা হইতে লাগিলেন। দশটা বেলার সময় কুঠি যান, দুই প্রহর, বা দুই প্রহর একটা, রাত্রে বাটী আইসেন—দুই এক দিন বা একেবারে আসাই নাই। প্রথম২ পরিবারের মধ্যে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন কর্ম্মের বড় ভিড়—তিলার্দ্ধ অবকাশ নাই—পরের কর্ম্ম করি, সকল শেষ না করিয়া বাটীতে কেমন করিয়া আসিতে পারি? পরে যখন মাত্রা বাড়িতে আরম্ভ হইল তখন নিজ-মুর্ত্তি প্রকাশ হইতে লাগিল। এক২ দিন বাবুর কাপড় চোপড়ে কাদা মাখা—পাগড়িটা উড়ে গিয়াছে—চাপকানে একটাও বন্ধক নাই—চাদর খানা লুঠিয়ে যাচ্ছে, বাবু টল্তে২ দ্বার ঠেল্ছেন! এক২ দিন রাস্তায় পড়িয়া গিয়াছেন, শরীরে চোট লেগেছে—এক২ দিন পাল্কি করিয়া আস্তেছেন—বেহারারা ডাকাডাকি করছে, বাবু কখনই উঠ্বেন না। এক২ দিন গাড়ি করিয়া আসিয়া গাড়িতে একবারে ঢলে পড়িয়াছেন—মাথা খোঁড়াখুড়ি করিলেও নাবেন না, যিনি আন্তে যান তাঁকেই দুই একটা ইংরাজি ঘুসা খাইতে হয়।

ভবানীবাবুর এইরূপ বাড়াবাড়ি হওয়াতে পরিবারেরা প্রাণের দায়ে বারম্বার নিষেধ করিতে লাগিলেন কিন্তু বাবু আপন দোষ কখনও স্বীকার করেন না, সর্ব্বদাই জ্ঞাপ্য করেণ। পরিবারের মধ্যে যে স্নেহটুকু হইয়াছিল ক্রমে২ গেল, ঐরূপ ক্রমাগত করিতে২ আবার পক্ষাঘাত উপস্থিত হইল, তখন চাকরেরা তাঁহাকে পাঁজাকোলা করিয়া ধরিয়া বাটীর ভিতর লইয়াগেল। বাবু আপন স্ত্রীকে দেখিয়া অতি ক্লেশে বলিলেন—গিন্নি! আমি মরি, আমাকে বাঁচাও, এ যাত্রা বুঝি রক্ষা পাইলাম না।

আপন দোষে পীড়া হইলে পরিবারেরা কিছু না কিছু

বিরক্ত হয়, বাবুর রোগ দেখিয়া তাঁহার স্ত্রীর দুঃখও হইল রাগও হইল। তাঁহাকে একটু আরাম দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন—পুরুষ জা'ত শিকলি কাটা টিয়া—কারে না পড়লে স্ত্রীকে স্মরণ হয় না—তখন আর২ হোমরা চোমরা লোক পিটান দেয় সুতরাং স্ত্রীর মান বেড়ে উঠে—সে সময় কেবল স্ত্রীই হর্ত্তা স্ত্রীই কর্ত্তা, নতুবা স্ত্রী পায়ের তলায় পড়ে থাকে। তুমি কেবল আপনার দোষে আবার রোগটি ডেকে আনিলে এখন আমার কপালে যা আছে তাই হবে।

পীড়ার সংবাদ শুনিয়া ডাক্তর সাহেব তৎক্ষণাৎ আসিলেন এবং বাবুর মাতার নিকট হইতে সকল কথা অবগত হইয়া ঔষধাদি দিতে লাগিলেন। পরদিন তথায় আসিয়া অনেক বিবেচনা করিয়া **রমানাথবাবুকে** ডাকাইয়া আনিলেন। **রমানাথবাবু ভবানীবাবুর** পিসতুতা ভাই, পূর্ব্বে একত্র থাকিতেন, তিনি প্রথম২ দুই এক কথা টুকেছিলেন তাহাতে **ভবানীবাবু** রাগ করিয়া বলেন তুমি ভাতুড়ে বই তো নও—ছোট মুখে বড় কথা কেন? আপনার চরকায় তেল দাও। **রমানাথবাবু** সেই অবধি অভিমান করিয়া অন্য স্থানে থাকিতেন। এক্ষণে ডাকিবা মাত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডাক্তর সাহেব বাহির বাটীর বৈঠকখানায় তাঁহাকে লইয়া স্থির হইয়া বলিলেন—**ভবানীর** যেরূপ পীড়া, তাহাতে মারা যাইতে পারেন কিন্তু আমি প্রাণপণে দেখিব—যদ্যপি ভাল হন তবে তোমাকে সর্ব্বদা তাঁহার পিছনে লেগে থাকিতে হইবে। বাঙ্গালিরা মদ খাইতে আরম্ভ করিলে প্রায় মদে তাহাদের খায়, কেবল যাঁহার এ্কিদা থাকে তিনিই বেঁচে যান নতুবা প্রায় সকলকেই হাড়কাটে মাথা দিতে হয়। **ভবানী** বুদ্ধিমান ও ভাল মানুষ বটে কিন্তু তাহার কিছুমাত্র একিদা নাই, হাজার বার শপথ করা আর নাকরা সমান কথা—প্রাতে শপথ করিবেন—রাত্রে শপথ জলাঞ্জলি দিবেন। যেমন পাগল হওয়া একটি রোগ, তেমনি মদ খাওয়াও টিঙ্কচ' রোগ, যদি পাগল হইয়া ক্রমাগত ভাবে' তবে তাহার সঙ্গে আহ্লাদ আমোদ করিয়া তাহাকে ভাল করিতে

হয়। যে মানুষ মদ খায় সে আমোদের জন্য খায়, মদ বন্ধ করিতে গেলে যাহাতে তাহার আমোদ হইয়া মদকে ভোলে এমত তদ্বির করা উচিত নতুবা তাহাকে কেবল টাঙ্গিয়া রাখিলে প্রকাশ্য ভাবে হউক বা গুপ্ত ভাবে হউক পুনরায় মদ ধরিবে। মদ ছাড়াইয়া প্রথমে ধর্ম্ম কথা বলিলে মাতাল মুখে হাঁ২ করিবে কিন্তু মনে২ বলিবে এবেটা উঠে গেলে বাঁচি—চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। মাতালকে ভাল করা ব্যস্তের কর্ম্ম নহে—এ কর্ম্মটি ধীরে সুস্থে করিতে হয়। প্রথমে দেখিতে হইবে যে ব্যক্তি মদ ছাড়িবে তাহার কি প্রকারে আমোদ হইতে পারে। যদ্যপি গাওনা বাজনা করিলে মদের সোয়াদ মেটে তবে গাওনা বাজনাতেই ফেলিয়া দিতে হইবেক নতুবা অন্য প্রকার উপায় করা আবশ্যক। কোন কোন ইংরাজের এইরূপ রোগ হইলে তাহাদের আপন২ পরিবারের কৌশল দ্বারাই সেরে যায়। সন্ধ্যার পর স্ত্রী কাছে বসিয়া নানা প্রকার সৎ আলাপ করেন, হয়তো বাদ্য বা গান শোনান তাহাতে স্বামির মনে আমোদও হয় এবং স্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমও বৃদ্ধি হইতে থাকে। মনের এরূপ গতি হইলে মদের প্রতি স্পৃহা ক্রমে২ ঘুচে যায় কিন্তু বাঙ্গালিরা স্ত্রীলোকদিগকে লেখাপড়াও শিখান না ও গান বাদ্যও শিখান না, ইহাদিগের সংস্কার আছে যে মেয়েমানুষের গান বাদ্য শেখা বড় দোষ। এ বড় ভ্রান্তি! সৎ গান ও বাদ্যেতে মনের সদ্ভাব ও সুমতি জন্মে। ইংরাজদিগের স্ত্রীলোকেরা গানের দ্বারা সর্ব্বদা পরমেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন। শুনতে পাওয়া যায় অনেক বাবু লেখাপড়া শিখিয়া রাত্রে পরিবারের নিকট না থাকিয়া কেবল মদ খাইয়া এখানে ওখানে হো২ করিয়া বেড়ান—আবার জাকটুকুও করা আছে আমরা দেশের সকল কুরীতি শোধন করিতেছি। ভবানীও তাঁহাদিগের মধ্যে এক জন, যদ্যপি তিনি ভাল হন—তবে তোমাকে তাঁহার উপর সর্ব্বদা নজর রাখিতে হইবেক। প্রথম২ যাহাতে তাঁহার আমোদ হয় এমত করিও পরে তাঁহার যাহাতে একিদা জন্মে এমন উপায় ক্রমে২ বলিয়া দিব। এবিষয়ের কিছু সাধারণ নিয়ম নাই—যেমন মনের গতি দেখা

যাবে তেমনি করিতে হইবেক। আমার অধিক অবকাশ নাই তুমি মনোযোগী হইয়া তাঁহাকে আমার বাটীতে সর্ব্বদা লইয়া যাইও। এক্ষণে বাটীর ভিতরে যাই চল, কাল রাত্রে বড় খারাব দেখে গিয়াছিলাম।

ডাক্তর সাহেবের কথা শেষ হইবামাত্র বাটীর ভিতর থেকে চীৎকার শব্দে কান্না উঠিল। ডাক্তর সাহেব ও রমানাথবাবু তাড়াতাড়ি করিয়া দেখেন ভবানীবাবুর শ্বাষ হইয়াছে—নাড়ি নাই—চক্ষু প্রায় স্থির কিন্তু পলক পড়িতেছে— জ্ঞানও একটু২ আছে কিন্তু কথা কহিবার শক্তি নাই। মা ও স্ত্রী গড়াগড়ি দিয়া কাঁদিতেছেন—জ্যেষ্ঠ পুত্র চক্ষের জল ফেলিতে২ বাতাস করিতেছেন। ছোট পুত্রের নয়ন জলে পিতার পা ভাসিয়া যাইতেছে। ডাক্তর সাহেব হাত দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। একটু ভাবিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন—ভবানি! তোমার আর উপায় নাই—এক্ষণে পরাৎপর পরমেশ্বরকে স্মরণ কর, আর মনে২ বল—দয়াময়! এ নরাধমকে দয়াকর। এই কথা শুনিবা মাত্র ভবানী দুই হাত জোড় করিয়া চক্ষু মুদিত করিলেন। মুখের ভাবের দ্বারা বোধ হইল আপন পাপ জন্য যথার্থ সন্তাপ উদয় হইল, ক্ষণেক কাল পরে চক্ষু খুলিয়া কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু না পারাতে নয়নের দুইদিক থেকে হু২ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল ও দুই চারি লহমার পরেই প্রাণ বিয়োগ হইল।

---

৩ নেসাতেই সর্ব্বনাশ।

জয়হরিবাবুর যশোহরে আদি বাস। পিতার লোকান্তর হইলে অর্থ অন্বেষনার্থ কলিকাতায় আগমন করিলেন। যাত্রাকালীন আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলেই বলিল—জয়হরি! তুমি বালক কলিকাতা বড় বিট্‌কেল জায়গা—যদি কাহার কুহকে পড়, একেবারে ধনে প্রাণে মারা যাবে; তাহা অপেক্ষা পৈতৃক ভিটেতে বসিয়া ব্যবসা বানিজ্য কর অনায়াসে দশটাকা উপায় করিতে পারিবে। জয়হরির কিঞ্চিৎ ইংরাজি

পাঠ হইয়াছিল—ইংরাজি রকম সকলই ভাল লাগিত—গ্রামস্থ লোক নিকটে আসিলে বিরক্ত বোধ হইত। তিনি কাহারো পরামর্শ না শুনিয়া পরিবার লইয়া শোভাবাজারে আসিয়া বাসা করিয়া থাকিলেন। কলিকাতায় কাহারো নিকট পরিচিত নহেন—সহায় সম্পত্তিও নাই—কর্ম্ম কাযের যোগা-যোগ কি প্রকারে হইবে ভাবিতে লাগিলেন। এদিগে দুই এক জন গালগল্পে উমেদারি গোচের লোক বাসায় আসিতে আরম্ভ করিল, তাহাদিগের সঙ্গে কেবল বাজে কথারই আলাপ হয়—কলিকাতায় শ্রীশ্রী৺ পূজার সময় কোন্ বাটীতে কিং তামাসা হয়—কোন বাবুর কত বিষয়—কোন্ বাবুর কোন্২ সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হয়—কাহার্ কেমন মেজাজ—কে কত আহার করে—কে কেমন শৌখিন—কেবা অনুগত প্রতিপালক—কে কোন্২ নেসার ভক্ত—কাহার্ কত ব্যয়—কাহার্ কোন্২ স্থানে বাগান—কেবা বেরাল আমুদে—কেবা জঙ্গুলে ভদ্র—কেবা দাঁদুড়ে আহ্লাদে, এসব কথারই উলট পালট হয়, আর শতরঞ্চ ও পাশাতেই দিন ক্ষীণ হইয়া যায়। ক্রমে দুই তিন মাস গত হইল। জয়হরি দেখিলেন আপনার কার্য্যের সেতুবন্ধন কিছুই হইতেছে না—নিরর্থক সময় ক্ষেপণ ও সঞ্চিত ধনের বিনাশ হইতেছে। বিস্তর তদ্বিরে সদর দেওয়ানির এক জন জজের উপর একখানি সুপারিস চিঠি বাহির করিলেন—চিঠি পাইবা মাত্র তাঁহার বোধ হইল এত দিনের পর বুঝি গ্রহবৈগুণ্য কাটিয়া গেল, ইষ্ট সিদ্ধির মুখ কমল দেখিতে পাইব। পরিবারের অনুরোধে শুভ দিন দেখাইয়া ভাল কাবা ও বাঁধা পাগড়ি পরিয়া এক খান কেরায়া গাড়ি আনাইয়া গমন করিলেন। সাহেবকে কি বলিবেন গাড়িতে বসিয়া জড়ভরতের ন্যায় ভাবিতে লাগিলেন; সাহেব একজন ভারি লোক, তাহাকে দেখিয়া পাছে থতিয়ে যাই ও এক বলতে আর এক বলি এ চিন্তায় তাঁহার মন অস্থির হইল। ইতিমধ্যে সাহেবের বাটীর নিকট গাড়ি পৌছিল, আর্দ্দালিরা দূরথেকে হাঁক দিয়া বলিল গাড়ি তফাৎ রাখ্। পরে চতুর্দ্দিগে ঘিরিয়া বাবুর নাম ধাম ও অভি-

প্রায় সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। জয়হরি কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন—আমি কি তোমাদের নিকট চোদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে আসিয়াছি—এত পেড়াপিড়ির আবশ্যক কি? সাহেবের নামে এক চিঠি আছে, লইয়া গিয়া তাঁহাকে দেও। এই কথা শুনিবামাত্রে একজন চোপদার চোক লাল করিয়া গোঁপ ফর২ করিতে২ বলিল—তেরি বাতসে চিঠি দেওঙ্গে? হামলোক বুজসমজকে কাম করেঙ্গে। জয়হরি স্বকার্য্যার্থ রাগ সম্বরণ করিয়া বলিলেন—বাবু মিছে মিছি তকরার কেন কর, তোমরা যা পেয়েথাক তা পাবে। এই কথায় যেন জোঁকের মুখে লূণ পড়িল। তৎক্ষণাৎ আর্দ্দালিরা স্থড়২ করিয়া সাহেবের নিকট গিয়া চিঠি দিল। সাহেব কুকুর লইয়া খেলা করিতেছিলেন, চিঠি পড়িয়া বাবুকে নিকটে আসিতে অনুমতি দিলেন। যাইবার সময় জয়হরির পা কাঁপিতে লাগিল, বহু কষ্টে সাহস অবলম্বন করিয়া যাইতেছেন এমত সময় চোপদারেরা চীৎকার করিয়া বলিল—বাবু জুতি খোল্‌কে যাও। জয়হরিকে তাহাই করিতে হইল। পরে সাহেবের নিকট গিয়া সেলাম করিয়া দাড়াইলে সাহেব নাকের উপর আই, গ্লাস দিয়া চোক ঘুরাইয়া জয়হরির পেনটুলুন কাবা ও বাঁধা পাগড়ি দেখিয়া একেবারে জ্বলিয়া উঠিলেন—টোম কিয়া মাংতা—টোম কিয়া মাংতা—টোমলোক থোড়া আংরেজি পড় করকে বহুত টেডি হোনে চাতা—বাপ দাদাকা পোষাখ কাহে নেহি পেনতা? জয়হরি একেবারে কাষ্ঠ—মুখ দিয়া বাক্য সরে না। সাহেব আবার বলিতেছেন—ওয়েল! টোম কিয়া মাংতা? জয়হরি ইংরাজিতে উত্তর করিতে যান ইতিমধ্যে সাহেব ভূমিতে পদাঘাত করতঃ ত্যক্ত হইয়া বলিলেন —হিন্দি বাত কহ—বাঙ্গালিকা লেড়খা হিন্দি নেহি জান্তা? জয়হরির হিন্দি শিক্ষা ছিলনা,—সহিসি রকম হিন্দি যাহা জানিতেন তাহাই জোটপাট করিয়া বলিলেন—খোদাবন্দ আমি বেকার কুচ কর্ম্মকাজ মেলে। সাহেব উত্তর করিলেন

হামারি পাস কাম পৈদা হোতা নেহি, টোম কাহে দেক করতা হেঁয়. এই বলিয়া বারাণ্ডাথেকে কামরার ভিতর গমন করিলেন। জয়হরি ছল২ চক্ষে আস্তে২ গাড়িতে উঠিলেন। নৈরাশ্যের বেদনায় মনঃ বিচলিত হইতে লাগিল। বাটী আসিয়া না রাম না গঙ্গা কিছুই না বলিয়া নীরব ভাবে থাকিলেন। রজনী হইলে নিদ্রা দেবীর আহ্বানার্থ অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু দুর্ভাবনাকে দেখিয়া নিদ্রা নিদ্রিত ভাবেই থাকিল, একবারও তাঁহার দিকে গেল না। বিছানায় এপাশ ওপাশ করিতে২ রজনী প্রভাত হইল—কাকগুলা কাকা করিতেছে এমত সময় বাহির বাটীর দ্বার ঠেলিবার শব্দ শ্রুত হইল। জয়হরি ধড়মড়িয়া উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিলেন—সাহেবের চারিজন চোপদার উপস্থিত—জিজ্ঞাসা করিলেন খবর কি? তাহারা বলিল আর খবর কি—মোদের বকসিস দেও, সাহেব তোমাকে বড় পেয়ার করেছে, মালুম হয় জল্‌দি একটা ভারি কাম দেবে। জয়হরি মনে২ বলিলেন—কি আপদ! মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা, কিন্তু এ বেটারা নেকড়ার আগুন—পুন্‌কে শত্রু—ভাল না করুক, মন্দ করিতে পারে, এ জন্যে চটান ভাল নয়। এই বিবেচনা করিয়া প্রত্যেককে এক২ টাকা দিলেন। চোপদারদের বড় পেট, অল্পে মন উঠেনা, টাকা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বকিতে লাগিল পরে বিস্তর সাধ্য সাধনায় বিদায় হইল।

অনন্তর অন্যান্য চেষ্টা ও সুপারিস অনেক হইল কিন্তু কিছুই সফল হইল না, কোন২ সাহেব দেখাই করে না—কেহ বলে তুমি স্কুল বয়, আমি প্রবীন লোক চাই—কেহ বলে তোমার কেতাবি বিদ্যা, কর্ম্ম কাজ কি জান?—কেহ দুই এক দিন কর্ম্ম করাইয়া অযোগ্যতা দেখিয়া জবাব দেয়। জয়হরি পুনঃ পুনঃ নিরাশ হইয়া হেদো পুষ্করিণীর তীরে আস্তে২ পাই চারি করিতেছেন ইত্যবসরে এক ব্যক্তি প্রাচীন তাঁহাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া আলাপ করনার্থে নিকটবর্ত্তী হইতে চাহিলেন. জয়হরি তাঁহাকে আড়চোকে দেখিয়া একটু দ্রুত চলতে লাগিলেন, প্রাচীন ক্ষান্ত হইলেন না, কিন্তু ইংরাজি

চলন চলিতে না পারিয়া পশ্চাৎ থেকে জিজ্ঞাসা করিলেন —মহাশয় কে গা? শিষ্টাচার রক্ষার্থ জয়হরি অনিচ্ছায় ফিরিয়া পরিচয় দিলেন। সেই প্রাচীন ব্যক্তি বড় আলাপী— কথার মিষ্টতা দ্বারা অনুসন্ধানের কুরুণী চালাইয়া বাবুতে যে পদার্থ আছে মনেং তাহা নির্ণয় করিয়া বলিলেন—মহাশয় মহাকুলোদ্ভব—ইংরাজিও ভাল শিখিয়াছেন সত্য কিন্তু বৈষয়িক উপদেশ অথবা ভারি মুরব্বি অথবা টাকার জোর কিম্বা দৈব-সুযোগ ব্যতিরেকে বিষয় কর্ম্ম হওয়া ভার—কর্ম্ম কাযের যোগ্যতা থাকিলে লোককে প্রায় বসিয়া থাকিতে হয় না, অনেকে ডাকিয়া কর্ম্ম কায দেয়। বিদ্যা শিক্ষার সময় ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ না হইলে বড় অহঙ্কার হয় কেবল ইংরাজি চলন ইংরাজি কথোপকথন ও ইংরাজি ভোজন করিতে ইচ্ছা হয়। প্রাচীনের এই সকল কথায় জয়হরি ত্যক্ত হইয়া বলিলেন—কি আমার কর্ম্ম কাযের যোগ্যতা নাই? আমি কোন্ কর্ম্ম না পারি? বাবুর এই কথায় প্রাচীন কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া ঐ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক বলিলেন—মহাশয় যে পল্লীতে থাকেন সেখানে কতক গুলা কুলোক আছে, তাহা-দিগকে নিকটে আসিতে দিবেন না। জয়হরি বিরক্ত হইয়া বলিলেন এমন লোক কেহ নাই যে আমাকে খারাব করে, বরং মন্দ লোক আমার কাছে এলে ভাল হয়ে যায়। ও কথা যাউক একটা বরাৎ আছে আমাকে শীঘ্র বাসায় যাইতে হইল, এই বলিয়া জয়হরি মসং চলিয়া গেলেন—প্রাচীন থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন। পথিমধ্যে এক নব বাবুর সহিত জয়হরির সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে দেখিবামাত্র কাছে গিয়া হস্তস্পর্শ করিয়া বলিলেন—ভাই হে! আজ এক ঘোর যন্ত্রণায় পড়িয়াছিলাম—হেদোর ধারে বেড়াচ্ছিলাম, কোথ্থেকে একটা বুড়া গায়ে পড়ে আলাপ করে, কাছে আসিয়া উপদেশ দিতে আরম্ভ করিল—বেটা যেন ভীষ্মদেব! যাহাহউক, আজ অবধি আর হেঁদোর ধারে বেড়াতে আস্‌ব না, নববাবু বলিলেন হেদোয় বেড়াবে না কেন? চলনা দুজনে গিয়া সে বেটাকে লঙ্গে দি? তাতে কাজ নাই—দূর কর! আবার

কি ফৌজদারি বাধ্‌বে—এই বলিয়া ছুজনে লার্ড বায়রণের কবিতা আওড়াতেং স্বং আলয়ে গমন করিলেন।

বারম্বার নৈরাশ্য হইতে থাকিলে ধীরতা বিরহে মনঃ একেবারে দমে যায় তখন বিরক্ততার অংশ ক্রমশঃ বৃদ্ধিশীল হইতে থাকে—কাহারো নিকট যেতে অথবা কাহার সঙ্গে আলাপ করতে ইচ্ছা হয় না। আর নৈরাশ্যের দুঃখ মোচন অথবা বিপদ সময়ে ধৈর্য্য অবলম্বন করা বিশেষ ধর্ম্ম উপদেশ ব্যতিত হয় না—কিন্তু জয়হরির ঐরূপ উপদেশ ছিল না—তিনি বিষয় করণার্থ অবিশ্রান্ত যত্ন করিয়াছিলেন পরে ক্রমাগত নিষ্ফল হওয়াতে অত্যন্ত মনমরা হইতে লাগিলেন। সর্ব্বদা গালে হাত দিয়া ভাবেন ও এক কথা জিজ্ঞাসিলে আর এক কথার উত্তর দেন। বাটীর ভিতর আহার করিতে গেলে ভাতে হাত দিয়াই দুগ্ধের বাটীকে ডালের বাটী বলিয়া পাতে ঢালেন—পরিবারেরা দেখিয়া শুনিয়া উদ্বিগ্ন হইত ও পরস্পর বলাবলি করিত বাবুর রকম সকম ভাল নয়। জয়হরি এইরূপে কালযাপন করেন—নিকটে উমেদারি রকমের যে দুই চারি জন আসিত তাহাদিগের মধ্যে ফলহরি শর্ম্মা তাঁহাকে নৈরাশ্য যুক্ত দেখিয়া এক দিন বলিল—বাবু! আপনাকে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক দেখি—এটা ভাল নয়—মনটীকে খুসি না রাখলে শরীরটা খারাব হয়ে যাবে আর পৃথিবীতে আমোদ প্রমোদ করিতেই আসা—কয়লার নৌকা ডুবাইয়া বসিয়া থাকার তাৎপর্য্য কি? যদি কোন কারন বশতঃ মন খারাব হইয়াথাকে আমি শুধারাইয়া দিতে পারি—আমার নিকট ভাল ঔষধ আছে। এই কথা গুলি জয়হরির হৃদয়ঙ্গম হইল। তিনি বলিলেন—ফলহরি! ভাল বল্‌ছ—একটু সরে এস—আমার দুই এক কালেজি দোস্ত বলে একটু নেশা করলে মনের দবকা ভাব ছুটে যায় তাহাতে একটুং নেসা আরম্ভ কর্‌ছি কিন্তু পরিবারের জন্যে ঐ কর্ম্মটি ষোলআনা রকমে হইতেছে না—ইহাঁদিগকে বাটী পাঠাইয়া দিতে চাই ইহারা কোনক্রমেই যাইতে চান না। ফলহরি বলিলেন—থাকুন কেন্ না—প্যাঁচ কি? তোমাকে এমন এক স্থানে লইয়া যাইতে পারি যে সেখানকার লোকদিগকে দেখিয়া প্রাণ

ঠাণ্ডা হবে। আহ্লাদিয়া লোককের নিকট থাকিলেই আহ্লাদে হয়। কোথায়—কোথায়—কে—কে—বল দেখি, বলিয়া জয়হরি ঘেঁসে বসিয়া ব্যগ্রতা পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ফলহরি বলিল, হাতে পাঁজি মঙ্গলবার কেন? যদি তিনটা বাজিয়া থাকে তবে একখানা চাদর কাঁদে ফেলে উঠ। উন্মত্ততার লোভে উন্মত্ততার আবির্ভাব হইল—জয়হরি তাড়াতাড়ি চাদর ভুলে একখান পাইড়ওয়ালা ধুতি দোবজা করিয়া হনং করিয়া চলিলেন। ফলহরি ঈষদ্ধাস্য করত বলিলেন—ও কি? ঠিকে ভুল না কি! রাম! একখানা চাদরই লও।

দ্বিতীয় খণ্ড।

আগড়ভম সেন লাউসেনের পৌত্র—তাহার শরীর প্রকাণ্ড—পেটটি একটি ঢাকাই জালা—নাকটি চেপ্‌টা—চোক দুটি মৃদঙ্গের তালা—হাঁ টী বোড়া সাপের মত—দন্ত গুলি মিসি ও পানের ছিবের তবকে চিক্২ করিতেছে—গোঁপ জোড়িটী খাঙ্গরার মুড়া, ও চুলগুলি ঝোটন করিয়া কালা ফিতে দিয়া বান্ধা। নানা প্রকার নেসা করিয়াথাকেন—কোন নেসাই বাকি নাই—প্রাতঃকালাবধি তিন চারিটা বেলা পর্য্যন্ত নিদ্রিত থাকেন তাহার পর গাত্রোথান করিয়া স্নান আহার করেণ পরে পক্ষিদলের পক্ষিরাজ হইয়া সমুদায় রজনী সজনী২ বলিয়া চীৎকার পুরঃসর মখীসংবাদ বিরহ লাহড় খেউড় টপ্পা নক্টা জঙ্গলা গজল ও রেক্তা গাইয়া পল্লিকে কম্পিত করেণ। আগড়ভমের প্রধান বন্ধু ডঙ্কেশ্বর—সে ব্যক্তির গুনের মধ্যে নাকটি বড় টেকাল, হাঁসিতে আরম্ভ করিলে হাহা হাহাতে গগণ মণ্ডল ফাটিয়ে দেয়। তাহার অল্প বয়সে বিবাহ হইয়াছিল কিন্তু স্ত্রী গৌরবর্ণা কি শ্যামবর্ণা কিছুই জানিত না। যে সকল লোক ইন্দ্রিয় সুখে মত্ত হয় তাহারা প্রায় বিষয়কর্ম্ম একেবারে ভুলে যায়। এ বিষয়ে ডঙ্কেশ্বর অসাধারণ ছিলেন। ধড়াস করিয়া যেমন কামান পড়িত অমনি গঙ্গায় পড়িয়া ধাঁ করিয়া একটা ডুব দিয়া পান চিবুক্‌২ সম্মুখে দুই খান দফ্‌তর

সাঙ্গাইয়া কিস্তির কর্ম্ম করিতে বসিতেন—দুই তিন ঘণ্টা যাবতীয় বব্বলিয়া ও জালাসাচ্ লোক অথবা ঘাগি ও কুজড়া বেশার সহিত বকাবকি করিতেন পরে নানা প্রকার গল্তি কর্ম্মের বেনাকারি ও তদ্বিরে ব্যস্ত থাকিয়া আড্ডায় আসিতেন। আড্ডায় পা দিবামাত্র ধুনি জ্বালাইয়া দিতেন। তিনি যাহা উপায় করিতেন তাহাতেই আড্ডার খরচ চলিত—আগড়ভোম স্থূলত্ব প্রযুক্ত নিজে অচল ও অর্থাভাবে দক্ষিণ হস্তের দফায় প্রায় অচল হইয়া ছিলেন, সুতরাং ডক্কেশ্বর তাঁহার চক্ষু স্বরূপ হইলেন। যদিও তাঁহার চর্ম্ম চক্ষু সর্ব্বদাই প্রায় মুদিত থাকিত তথাচ মনচক্ষু ডক্কেশ্বরের আগমনের আসায় পথ চাহিয়া থাকিত। ডক্কেশ্বর কথন ডঙ্ক না ধরে তাহার এই বিশেষ চেষ্টা ছিল। পক্ষির দলের আরং পক্ষীরাই সর্ব্বদাই ডানা ধরিত। চরস গাঁজা গুলি ছরররা ও চণ্ডুতে তাহাদের মুণ্ড দিবারাত্রি ঘুরিত, তাহাতে পরিতোষ না হইলে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" মধুর চেষ্টা করিত। কিন্তু বহুমূল্য সুধা কোথা হইতে আস্বে? সুতরাং ধেনো রকমেই পিপাসা নিবৃত্তি করিতে হইত—প্রথম তিলকাঞ্চনী রকম আরম্ভ করিয়া বেগুনি ফলুরি চাউলভাজা ছোলাভাজা দ্বারা ক্রমেং দান সাগরি গোচ হইত। সন্ধ্যার সময় পক্ষি সকল বোধ করিত তাহারা যোগ বলে একেবারে আসন ছাড়া হইয়া শূন্যমার্গে উড়িতেছে,—সপ্তলোক তাহাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতেছে,—সশরীরে স্বর্গে যাইতেছে। একং জন পড়িতেং উঠিয়া বলিত—আমাকে ধর—আমাকে ধর—আমি স্বর্গে যাই। অমনি আর এক জন জাপুটিয়া ধরিয়া বলিত না বাবা কর কি একটু থাম এই ঝুলনটা বাদে যেও। পক্ষিদিগের গান সকল অতি বিচিত্র, সকলে মিলে সর্ব্বদা এই গান গাইত—"বড় বিলের পাখী তোরা ছোট বিলের কে, আধার না পেয়ে পাখী মূলা ধরেছে—কুং রামশালিকে, কু, কুং গঙ্গাফড়িং"। পক্ষিরাজ আগড়ভোম মন্ত্রী ডক্কেশ্বর ও অন্যান্য দ্বিজ লইয়া আহ্লাদে মগ্ন আছেন—গৃহ ধূমময়, একং বার টানের চোটে বাড়ী আলোকময় হইতেছে, খক্ং কাসির শব্দ উঠিতেছে, এমত সময়ে ফলহরি জয়হরিকে লইয়া উপস্থিত হইলেন।

ডঙ্কেশ্বর অমনি তিড়িং করিয়া লাফিয়া উঠিয়া বলিল— আরে বেটা ফলা! তোর চুলের টিকি দেখ্‌তে পাইনে কেন রে? তোবেটাকে আজ জবাই কর্‌বো। ফলহরি বলিল ফলা মিছামিছি ঘুরিয়া বেড়ায় না—ফলা একটা হলকে বাগান করিয়া আনিয়াছে, এখন তোমরা একে চালাও কিন্তু বাবা একটু থেমে যুক্ত অক্ষর করিও যেন আর্কফলায় ভরে ফেঁসে যায় না। শনিবারের মড়া দোসর চায়, ও আপন দল বাড়াইতে কে না ইচ্ছা করে? পক্ষিরা জয়হরিকে লইয়া তাহার হস্তে নাড়া বাঁধিয়া ওস্তাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। ক্রমে টান টোন ধরণ ধারণ কাটা ছেঁড়া ঢালা সাজা এক মাত্রা দুই মাত্রা শিখাইয়া অবশেষে পূর্ণ মাত্রা ধারণ করাইল। তখন মাথায় পাগড়ি ও হইয়া তাহার একটু গুমর বাড়িয়া উঠিল এবং এই বোধ হইল এত দিনের পরে আমি এক জন হইলাম কিন্তু দলস্ত কয়েক জন প্রাচীন পক্ষি তাঁহাকে অর্দ্ধরথি বলিয়া গণ্য করিত—সময়েং তাহারা বল্লিত তুমি কিছু দিন কপ্‌চাও, আজও তোমার টান দোরস্ত হয় নাই। কি লেখাপড়া—কি খেলাধুলা—কি নেসা—কি অঘোরপান্থি— কি দুষ্কর্ম্মে, সকলেতেই মান অপমান বোধ হয়। আমি সর্ব্বোপরি হইব এ ইচ্ছা প্রায় সকলেরই হয়। এই কারণে জয়হরি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রাণপণে টানিতে আরম্ভ করিলেন, একং টানে কলিকা পটাস্‌ং করিয়া ফাটিতে লাগিল তখন পক্ষিরা বলিল হাঁ বাবা এত দিনের পর তুমি এক জন কৃষ্ণ বিষ্ণু হইলে। পক্ষি দলভুক্ত হইয়া অবধি জয়হরি দিবা রাত্রি আড্ডায় পড়িয়া থাকিতেন—পরিবারের কিছুমাত্র তত্ত্বাবাস লইতেন না—আপন বিষয় আশয়ের দেখা শুনা ক্রমেং ঘুচিয়া গিয়াছিল—কেবল অহরহ নেসা করিয়া ভোঁ হইয়াই থাকিতেন। জয়হরি কিঞ্চিৎ ইংরাজি লেখাপড়া শিখিয়া ছিলেন বটে কিন্তু কিঞ্চিৎ ইংরাজি শিখিলে যে পরিষ্কার বুদ্ধি ও দৃঢ়রূপে অভীষ্ট সাধন ও অনিষ্ট নিবারণের ক্ষমতা হয় এমত্র নহে, তজ্জন্য বিশেষ উপদেশ ও অভ্যাসের আবশ্যক। সংসারে নৈরাশ্য বিষাদ সন্তাপ বিয়োগ ইত্যাদি নানা উৎপাত ও আপদ সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। প্রকৃত

ধার্ম্মিক ব্যক্তি তত্তৎ অবস্থায় সুস্থির হইয়া মনঃসংযম করিতে আরো রত হন। তাঁহার দৃঢ় সংস্কার এই যে পরমেশ্বর কর্ত্তৃক যাহা প্রেরিত, তাহাই মঙ্গলজনক। কেবল সুখ ও সম্পদে মনের সংযম কখনই হইতে পারে না বরং বিপরিত হইয়া উঠে। মধ্যেং বিপদ হইলে মনঃ অধর্ম্মে বিরত হইয়া ধর্ম্মে রত হয়। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি এতৎ অবস্থায় এই সকল সংস্কার সত্বেও সংসারিক কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধ্যানুসারে যত্ন করেন—কর্ম্মের শুভাশুভ ঈশ্বরের হাত এজন্য নিরাশ বা নিরুদ্যম হওয়া অনুচিত এইমতে চলেন। জয়হরির দুর্ব্বল মনঃ, সুতরাং যে কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন তাহা সফল না হইলে একেবারে ঢেউ দেখিয়া লা ডুবাইয়া বসিতেন। এইরূপ বারম্বার হওয়াতে তাঁহার উৎসাহ একেবারে গিয়াছিল, এমত ক্ষমতা ছিল না যে অন্যান্য সদুপায় দ্বারা মনের চাঞ্চল্য দূর করেন, এই কারণেই একেবারে নেসার দাস হইয়া পড়িলেন।

বাগবাজারের নব্য সম্প্রদা বড় ত্রপণ্ড। তাহারা সর্ব্বদা কৌতুক ও আমোদ লইয়াই থাকে, আস্ত মানুষকে পাগল করিয়া ছেড়ে দেয়। আগড়ভমের আকার প্রকার ও স্বভাব দেখিয়া তাহারা তাহাকে ঘেঁটু বানাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এক দিন এক জন ঘটককে সাজাইয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিল। ঘটক আসিয়া বলিল সেনজ মহাশয়! বারাকপুরের বলরাম বাবুর একটি অবিবাহিতা কন্যা আছে—বাবুর বিষয় আশয় বিলক্ষণ, আপনি সুপাত্র, এজন্য আপনাকে কন্যা দান করিয়া তিনি আপন পত্নীকে লইয়া কাশী গমন করিবেন। তাঁহার বিষয় আশয় সকলই আপনাকে দেখিতে হইবেক। আগড়ভম বাল্যকালাবধি নেসাখোর ও কুকর্ম্মে রত, এমন হতভাগাকে কে মেয়ে দিবে? কিন্তু তিনি ঐ সংবাদ শুনিবামাত্র একেবারে লাফিয়া উঠিলেন, ঘটককে যৎ-পরোনাস্তি সমাদর করিয়া বলিলেন ইহাতে আমার অমত নাই, "মেয়েটি দেখ্‌তে কেমন? ঘটক বলিল কন্যার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না—সেটি স্বর্গের অপ্সরী কি বিদ্যাধরী

আমি কিছু বলিতে পারি না। পক্ষিরাজ আহ্লাদে আপন ওষ্ঠ বিস্তীর্ণ করিয়া অন্যান্য দ্বিজোপরি দৃষ্টিপাত করত বলিলেন—তবে ঘটক মহাশয় আমার এক কলম লেখা লইয়া যাউন ও পত্রের দিন স্থির করুণ। ঘটক বলিল মহাশয় গুণের সাগর, আপনার বিদ্যা পরীক্ষা করে এমত কাহার সাধ্য? আমি একেবারেই লগ্নপত্র করিব। ডঙ্কেশ্বর হাহা করিয়া হাসিয়া বলিল ঘটক মহাশয়! এমনি আর একটা সম্বন্ধ আমার জন্য করিবেন। জয়হরি বলিল এমন রকম একটা দাঁও পাইলে আমিও আর একটী বিয়ে করিতে পারি। অন্যান্য পক্ষিরা ঘটককে গুড়ের গাছ পাইয়া বলিল কুলাচার্য্য মহাশয়! আমাদিগেরও এই প্রকারে একটা২ যোড়া গাথা করিয়া দিবেন। ঘটক বলিলেন আপনারা সকলই সুপাত্র ও দেবরাজতুল্য, বিয়ের ভাবনা কি? কিন্তু একটু স্থির হইতে হইবে সংপ্রতি একটি মেয়ে উপস্থিত—সেটি কুন্তী অথবা দ্রৌপদী হইলেও সকলের মানস সম্পন্ন হইতে পারিবে না। আগড়ভম বলিলেন ওকি কথা?—ও মেয়েটি আমি একলা বিয়ে কর্‌ব, ইহাদিগের জন্য আপনি অন্যান্য সম্বন্ধ দেখুন। পরে ঘটক উঠিয়া বলিলেন এক্ষণে গমন করি—আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব কিন্তু ভবিতব্যই মূল, প্রজাপতি যাহা নিবন্ধন করিয়াছেন তাহাই ঘটিবে।

এদিকে পক্ষিরাজ ডাকযোগে এক পত্র পাইয়া আহ্লাদে মগ্ন হইলেন। ঐ পত্র শ্রীমতী ভুবনময়ীর স্বাক্ষরিত। যে প্রকার রুক্মিনী শ্রীকৃষ্টকে আপন গলিত অঞ্চলে প্রেমার্দ্রচিত্রে লিখিয়াছিলেন সেই প্রকারে ঐ লিপি বিরচিত। ভুবনময়ী লিখিতেছেন—হে আগড়ভম তোমার রূপ যৌবন গুন ঐশ্বর্য্য জগতে বিদিত—কোন্ অঙ্গনা তাহা শ্রবণ করিয়া মোহিত না হয়? আমার বাল্যাবস্থায় পতিবিয়োগ হইয়াছে, যদিও শাস্ত্রানুসারে ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠান মুখ্য কল্প, কিন্তু মতান্তরে বিধবা বিবাহের নিষেধ নাই। যাজ্ঞবল্ক্য দেবল ও পরাশরের বচন অনুসারে পুনরায় পতি করিতে ইচ্ছুক হইয়া বহুকালাবধি সুপাত্র অন্বেষণ করিতেছি—অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ মগধ দ্রাবিড় পর্য্যন্ত তত্ত্ব করিতে ত্রুটি করি নাই, কিন্তু

আপনার তুল্য সুপাত্র চক্ষেও দেখি নাই, কাণেও শুনি নাই —পুস্তকেও পড়ি নাই, ধ্যানেও পাই নাই—তোমা ভিন্ন আর কাহাকে মালা প্রদান করিতে পারি? আমার অসংখ্য ধন আছে —আমি অমুকের কন্যা, কেবল মাতা বর্ত্তমান, আমার বিষয় আশয় রক্ষা করিবার কর্ত্তা নাই, এক দিবস নন্দনবাগানের টোলের নিকট আসিলে সাক্ষাতে সকল কথা বলিব নতুবা প্রত্যুত্তর পাইলে আমার সহচরী রত্নমালাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিব। পক্ষিরাজ উক্ত লিপি পড়িয়া লোভ ভরে ও উদ্বাহ বাশনায় ডগমগ হইয়া বিরল স্থানে গিয়া বসিলেন এবং বিগলিত নয়ন বিলোলিত রসনাযুক্ত হইয়া বিবিধ প্রকার ভাবিতে লাগিলেন—আমার কি এত রূপ—এত গুণ—তবেতো আমি আত্ম বিস্মৃত—তবেতো আমি অঞ্জনাপুত্র, কি আশ্চর্য্য! বিধবা বিবাহে কি দোষ?—এখন কি করি?—কোন মেয়েটিকে বিয়া করি? একটা কি ডঙ্কাকে দিব? না—ও কি আমার কুলের পুরুত? আমি দুটো মেয়েকেই বিয়া করে সব শালাকে কলা দেখাইয়া ডেং ডেং করিয়া চলে যাব। যাহাহউক, শেষ দশাটায় কপালে খুব সুখ ছিল—এক পক্ষ বারাকপুরে থাকিব—এক পক্ষ নন্দন বাগানে থাকিব—ঐ দুই স্থান আমারি বৈকুণ্ঠধাম হইবে। যদিও দুই পক্ষে দুই স্থানে বাস করিব কিন্তু কোন পক্ষেই আমার অমাবস্যা হইবে না—আমার দুই পক্ষেই শুক্লপক্ষ—বারমাস বসন্ত—সদাই সুখের ভ্রমর গুন২ রব করিবে—কোকিল কুহূ২ করিবে—মলয় পবন সুমধুর বহিবে—ফুলেল আতর ও গোলাবের ছড়াছড়ি হইবে—দিন রাত্রিতে হাজার২ টান মারিব, ছেলেরা বাবা২ করিয়া বুকের উপর ঝাপিয়া উঠিবে—এখন বিয়া দুটা হলে হয়। এই সময়ে "ওমা সিংহ দিয়া অসুর কামড়ানী—ডঙ্কফোস ধরণী" এই গান পক্ষিরা চীৎকার করিয়া ধরিল এদিগে ডঙ্কেশ্বর দৌড়ে পক্ষিরাজের নিকট আসিয়া হি২ করিয়া হাসিয়া বলিল—কি বাবা আজ যে তোমাকে পরমহংস দেখ্‌ছি? পক্ষিরাজের চটক ভাঙ্গিয়া, চল২ বলিতে২ চিঠি খানি বালিশের নীচে গুঁজিয়া রাখিলেন। ও কি আমাকে দেখাও বলিয়া ডঙ্ক ঝুঁকে

পড়িল, পক্ষিরাজ বালিশের উপর একবারে শুয়ে পড়িলেন— সাক্ষাৎ সুমেরু পর্ব্বত—কাহার সাধ্য তাহাকে নাড়ে।

পরদিবস ঘটক উপস্থিত হইলে পক্ষিরাজ প্রাণপণে আপন শরীরকে নত করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে উদ্যত হইলেন কিন্তু স্বীয় ভর সামালতে না পারাতে একবারে হুমড়িয়া পড়িয়া গেলেন। হাঁ২ বর পড়িল—বর পড়িল২ এই বলিয়া সকলে চিৎকার করিয়া উঠিল। পক্ষিরাজ কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া স্থির হইয়া বসিলেন এবং আপন সৌন্দর্য্য প্রকাশার্থ কোঁচার কাপড় দিয়া গোঁপ ভুরু নাক ও মুখ পুঁছিতে লাগিলেন। ঘটক বলিল আগামি মাসের পোনেরত্রি উত্তম দিন অতএব ঐ দিবসে একেবারে লগ্নপত্র হইবে— আমার আজ অনেক বরাৎ আছে এক্ষণে উঠিলাম, আর২ পক্ষিরা বলিল মহাশয় এঁর তো হল তামাদের বিষয় ভুল্‌বেন না। ঘটক বলিল আমাকে কিছুই বলিতে হইবে না, এমন চাঁদের হাট ছাড়িয়া কোথায় পাত্র অন্বেষণ করিব ?

ঘটক গমন করিলে পক্ষিরাজ নির্জন স্থানে বসিয়া ভাবিতে- ছেন—বারাকপুরণী তো আমার হলেন এখন নন্দনবাগানীকে কেমন করে পাই। যেপর্য্যন্ত চক্ষুঃ কর্ণের বিবাদ না ঘুচিয়া যায় সে পর্য্যন্ত সাতিশয় অস্থির হইতেছি। হায় আমার চিত্ররেখা নাই, কে তাঁহাদিগের প্রতিমূর্ত্তি লিখিয়া দেখায় ? বারাকপুরে এক্ষণে যাইতে পারি না, নন্দনবাগানে আজ সন্ধ্যার অগ্রে যাইব। //

প্রবৃত্তিই মূল আর আশা বলবৎ হইলে কি না হইতে পারে ? পক্ষিরাজের মন ব্যাকুল—কেবল সূর্য্য অবলোকন করিতেছেন, বেলা কতক্ষণে অবসান হয়; এক২ বার ইচ্ছা হয় রাবণের ন্যায় দিবাকরকে অস্ত যাইতে আজ্ঞা দেন। অন্যান্য পক্ষিরা ধূম বৃষ্টি করিতেছে কিন্তু তিনি অতি নরম ভাবে এক২ টান মারিতেছেন ও পাছে চক্ষের ভাবে মনের ভাব প্রকাশ হয় এজন্য নয়ন মুদিত করিয়া আছেন অন্যান্য দিনের ন্যায় প্রাণ ঠাণ্ডা প্রকরণে কিছুই আদর করিতেছেন না। ক্ষণেক কাল পর দ্বিজ সকল নানা প্রকার মাদকতায় মত্ত হইয়া ডানা

ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। পক্ষিরাজ আস্তেং উঠিয়া চাদর খানা মস্তকে উষ্ণিক করিয়া বাঁধিয়া একটু আতর লেপন করিয়া হাঁপাতেং নন্দনবাগানে উপস্থিত হইলেন। পূর্ণিমার চন্দ্র প্রকাশ হইতেছিল, পক্ষিরাজের মনে উদয় হইল যেন ভুবনময়ী ঐ— জানালায় বসিয়া বদনের বসন খুলিয়া সুধাংশু তুল্য হাস্য করি-তেছেন। টোলের প্রান্ত ভাগে একজন শাঁখা হাতে ছিপি করা কাপড় পরা প্রাচীনা স্ত্রীলোক দাঁড়াইয়া ছিল, সে ঈষদ্ হাস্য করিয়া বলিল সেনজ মহাশয়! এত বিলম্ব কেন? আমার নাম রত্নমালা। পক্ষিরাজ থরং করিয়া কাঁপিতেং বলিলেন আমার ভুবনময়ী তো ভাল আছেন? রত্নমালা বলিল ভাল আর কই? তোমাকে দেখলেই ভাল হবেন। অমনি পক্ষিরাজ সজল নয়নে বলিলেন, ভুবনময়ীকে বল গিয়া তাঁহার চিহ্নিত দাস আসিয়া চাতকের ন্যায় চাহিয়া আছে, সন্দর্শন বারি প্রদান পূর্ব্বক কিঙ্করের তাপিত মনকে শীতল করুণ —ওগো রত্নমালা! যদি এ সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ হয় তবে তোমাকে রত্নমালা দিব। সহচরী বলিল আপনি স্থির হইয়া ঐ জানালার নীচে বসুন আমি সেই স্থির বিদ্যুল্লতাকে আনিয়া দেখাই। এই বলিয়া রত্নমালা প্রস্থান করিল। এদিগে পক্ষিরাজ শয্যা-কণ্টকির ন্যায় অস্থির চিত্তে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা গত হইল, কাহারো দেখা নাই—যাবতীয় অপরিষ্কার স্থানের মশা ও ডাঁশ গাত্রে বসিতেছে—তিনি দুই হাত দিয়া গা ও পিট চাপড়াইতেছেন। কাহার উচ্চ বার্ত্তা নাই—কেবল শৃগাল ও কুক্কুর গুলা একং বার ডাকিতেছে ও নিকটস্থ কলুর ঘানি ক্যাঁং করিয়া শব্দায়মান হইতেছে। পক্ষি-রাজের মনঃ সাতিশয় বিচলিত হওয়াতে গাদা রাগে "কেন আমারে বারেং বল তুমি তাঁর" এই টপ্পা বিষাদে গান করিতে আরম্ভ করিলেন, ইত্যবসরে জানালার উপর দিয়া টিকা গোলা আলকাতরা কালি চূর্ণ তাঁহার মস্তকে ছরং করিয়া পড়িল। পক্ষিরাজ অমনি ধড়মড়িয়া উঠিয়া একি একি বলিয়া উপরে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না—তাঁহার সমস্ত অঙ্গ বিবর্ণ হইয়া গেল ও গা মাথা

আলকাতরায় চটং করিতে লাগিল। মত্ততার এমনি গুণ যে চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও দেখে না, পক্ষিরাজের বিবেচনা হইল উপস্থিত কর্ম্ম শবসাধনের ন্যায়, প্রথমে ভয় প্রদর্শন চরমে ইষ্ট লাভ হয়। এরূপ কর্ম্মে যেং মহাত্মা প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে কাহার অগ্রে সুখ হইয়াছে? ফরহদ শিরির জন্য কি না করিয়াছিল? লৈলার জন্য মজনুর জ্ঞান ছিল না—তাহার মাথায় কাকে বাসা করিয়া ডিম পাড়িয়া ছানা করিয়াছিল—তথাপি তাহার চেতনা হয় নাই। স্বয়ং মহাদেব কৈলাস ত্যাগ করিয়া কুচনি পাড়ায় বাস করিয়াছিলেন। এই রূপে মনকে সান্ত্বনা দিতেছেন ইতিমধ্যে এক ধামা সিমুল তুলা ও চাউলের কুঁড়া মাথায় গায়ে পড়িয়া আলকাতরার সহিত একেবারে লিপ্ত হইয়া গেল, তখন আগড়ভম ভোম হইয়া স্বীয় শরীর ও জানালার প্রতি একং বার দেখিতে লাগিলেন কিন্তু এক প্রাণী ও দৃষ্টিগোচর হইল না, কেবল দূর থেকে খিলং হাসির শব্দ হইতেছিল। পক্ষিরাজ আস্তেং উঠিয়া রত্নমালা—রত্নমালা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন কিন্তু কাহারও উত্তর পাইলেন না। নিকটে বাঞ্ছারমা নামে এক মাগী কেসোরুগী থাকিত তাহার একটু তন্দ্রা হইতেছিল, পক্ষিরাজের হেঁড়ে গলার শব্দে নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে সে বিরক্ত হইয়া বলিল—আ মর! তুই বেটা কে রে! এখানে রত্নমালা কোথায়? আমার কানাচে কেন গোল কচ্ছিস? মর্‌তে কি আর জায়গা পাস্‌নে? পক্ষিরাজ নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতেছেন, এদিগে ডঙ্কেশ্বর হাহা করিয়া হাসিতেং তাঁহার নিকট দৌড়িয়া আসিয়া কৌতুক ভাবে বলিল— একি বরের শয্যা না কি—বিয়ে হল কি? বাবা! ভাল ডুবে জল খাচ্ছ—তোমার পেটে এত বিদ্যা? বালিশের নীচে চিঠী পড়ে হদ্দ হয়েছি। পক্ষিরাজ অতিশয় অপ্রস্তুত হইয়া ডঙ্কেশ্বরের হাত ধরিয়া অধো বদনে নিজালয়ে চলিলেন। রাস্তার দোধারি লোক বলিতে লাগিল অরে ভাই দেখ্‌সে আয় একটা ধূম্রলোচন ও চিমাই মোড়ল চলে যাচ্ছে। ডঙ্কেশ্বর পক্ষিরাজের দুর্গতিতে মনেং তুষ্ট হইয়া মৌখিক ভাবে বলিলেন—

সেনজ! বড়উদ্বিগ্ন হইওনা—বিলম্বে কার্য্য সিদ্ধি—ভুবনময়ী তোমার মন বুঝে দেখ্ছেন—যে প্রকার তাঁহার লিপি তাহাতে এক বার আঁখির মিলন হইলেই দুই মন লৌহা ও চুম্বক প্রস্তরের ন্যায় একেবারে লেগে যাবে—এই বলিয়া "কলা বউকে জ্বালা দিও না, গণেশের মা" এই গান গাইতেং চলিতেছেন। পরদিন বৈকালে ঘটক আসিয়া উপস্থিত, অমনি পক্ষিরাজ কোঁচার কাপড় গায়ে দিয়া তাঁহার পায়ের ধূলি মস্তকে ধারণ করত কহিলেন মহাশয় কল্য কি পত্র হবে? ঘটক একটু বদন বিকট করিয়া বলিলেন বাবু একটা গোলযোগ হইয়াছে—পরম্পরায় শুনা যাইতেছে আপনি ধন লোভে আসক্ত হইয়া একজন বিধবাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়ছেন, তাহা হইলে আমি একর্ম্মে হাত দিব না—এপর্য্যন্ত একথা বলরাম বাবুর কর্ণগোচর হয় নাই। পক্ষিরাজ জড়সড় হইয়া জিব কাটিয়া বলিলেন—মহাশয় একথা কি বিশ্বাস যোগ্য? ভদ্র ঘরে এসব কর্ম্ম কখনই হইতে পারে না, আমার কুলশীল তো আপনি সকলই অবগত আছেন—আমি লাউসেনের পৌত্র—আর অধিক কি বলিব? ঘটক বলিলেন তবে ভাল! কিন্তু জানি.কি? তুমি সুপুরুষ—জোর কপালে, ধনের গাঁদি লাগা দেখে পাছে তোমার ধাঁদা লেগে যায়—সে যাহাহউক, বাবু তোমার গায়ে কি? কই কি—কই কি—বলিয়া পক্ষিরাজ তুলাগুলা রগ্ড়িয়া ফেলিতেছেন ও ভাবিতেছেন কি বলি। সকলে উপস্থিতবক্তা হয় না ও মিথ্যা সাজানা বড় হুজুরি, এদিগে ডঙ্কেশ্বর হাং করিয়া হাস্য করিতেছে—পক্ষিরাজ তাঁহার ঘরের ঢেঁকি কুমীরে হাস্থিতে ত্যক্ত হইয়া বদন ও নয়ন ভঙ্গিতে নিবারণ করত বলিলেন—ঘটক মহাশয় কাল রাত্রে একটা বাতশ্লেষ্মা বেদনা হইয়াছিল, এরণ্ড তৈল ও তুলা দেওয়াতে অনেক বিশেষ হইয়াছে। ঘটক বলিলেন বাবু বায়ু প্রবল হইলে তাহার ঔষধই এই—এক্ষণে বারাকপুরে চলিলাম কল্য লগ্নপত্র হইবে। ঘটককে উঠিতে দেখিয়া অন্যান্য পক্ষিরা বলিল মহাশয় আমাদিগের বিষয় ভুলিবেন না—আমরা আপনার গলার দড়ি। ঘটক প্রত্যুত্তর করিলেন এত

দড়ি হইলে আমাকে ত্বরায় কুলজি তত্ত্ব করিতে হইবে; আপনারা একটু স্থির হউন—বিবাহের শিলাবৃষ্টি করিব—তোমাদিগের দেখিলে বোধ হয় আকাশে আর নক্ষত্র নাই, এমন সব সোণার চাঁদকে কত লোকে পায় ধরিয়া মেয়ে দিতে পারিলে বাপের সঙ্গে বর্ত্তে যাবে।

পক্ষিরাজ ভাবি সুখে মন মগ্ন করিয়া একলা বসিয়া আছেন এমত সময়ে এক খান পত্র আসিয়া উপস্থিত—লিপির শিরনামা দেখিবামাত্রে তিনি কম্পিত হস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক চারিদিগে দৃষ্টিপাত করত মস্তক নত করিয়া বক্ষের নিকট খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। ঐ পত্র ভুবনময়ীর স্বাক্ষরিত। তিনি লিখিতেছেন—"তব দর্শনার্থ সমস্তরাত্রি জানালার নিকট বসিয়া অতি অসুখে কালখেপ করিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া আছি। রত্নমালাকে টোলের নিকট পাঠাইয়াছিলাম কিন্তু কিছুই সমাচার পাই না, অদ্য অবশ্যং আসিবে—অনেক কথা আছে"। দুই তিন বার পত্র পড়িয়া পক্ষিরাজের মনে হইল পক্ষিরাজ হইয়া তখনি গমন করেন কিন্তু সে সময় ঐ বিষয়টি গোপন রাখিব র জন্য স্বীয় মন ও পদদ্বয়কে ক্ষণেক কাল বন্ধন করিয়া রাখিতে হইল। যদিও দুই পা শরীরের ভরে চলৎ শক্তি রহিত হইল তথাচ মন কোন প্রকারে প্রবোধ মানিল না—তপ্ত ভাতের হাঁড়ির ন্যায় টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল ও সর্ব্বদাই এই বোধ হইতেলাগিল যেন নন্দনবাগান ঐ—গগণ মণ্ডলে নবাভ্র বেষ্টিত শশধর ঐ প্রকাশ হইতেছে—ঐ রত্নমালা দাঁড়াইয়া সুমধুর বাণী বলিতেছে—ঐ ভুবনময়ী অলঙ্কৃত হইয়া হাস্যান্বিত বদন বিকশিত করিতেছেন। একং বার মনে হইতেছে—এ বন্ধন হইলে বারাকপুরের নিবন্ধন পাছে ফেঁসে যায় কিন্তু লোভের প্রাবল্য হেতু বুদ্ধি অস্থির হইতেছে, কোন দিক অবলম্বন করা কর্ত্তব্য কিছুই স্থির হইতেছে না। বিধবা বিবাহ করিয়া কি প্রকারে পরিপাক পাইবে এ ভয় একং বার হইতেছে অমনি উপায়ও উপস্থিত হইতেছে যে অস্বীকার করিলেই সব দোষ ঢেকে যাইবে।

সন্ধ্যা না হইতে হইতে পক্ষিরাজ নন্দনবাগানে যাইয়া উপ-

স্থিত। রত্নমালাকে দেখিয়া সজল নয়নে স্বীয় দুর্গতি ব্যক্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কেন ফিরে আইলে না? সহচরী আ মরি আহা২ করিয়া বলিল—আমার মুখে ছাই, সে কথা আর কি বলিব। পথে যাইতে২ আমার পেটের পীড়া হইয়াছিল সে জন্য ফিরে আসিতে পারি নাই—সে যাহা হউক, আজি পাড়ি জমিয়ে দিব—আমি আগু২ যাই তুমি পশ্চাৎ২ আইস। এই বলিয়া রত্নমালা ধূমাবতীর ন্যায় চলিল। যদিও কাকধ্বজরথ ও কূলা সঙ্গে ছিল না তথাচ তাহার হাঁ দেখিলে বোধ হইত বিশ্ব খাইতে উদ্যত হইয়াছে। পক্ষিরাজ হৃষ্টচিত্তে থপ২ করিয়া ধাবমান হইয়াছেন। ক্ষণেক কালের পর একটা ভগ্ন বাড়িতে পৌঁছিলেন, সেখানে জনমানবের শব্দ নাই, কেবল কতক গুলা গোলা ও গেরওবাজ পায়রা বক বকম২ শব্দে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে ও রাশি২ আরসুলা দ্বিজত্ব অহঙ্কারে উড়িয়া বেড়াইতেছে। একটা অন্ধকার ঘরের ভিতর লইয়া সহচরী কানে২ বলিল—তুমি এইখানে একটু বইস, আমি সমাচার দি। পক্ষিরাজ করজোড় করিয়া বলিলেন—অগো! একটু শীঘ্র আইস—আগাকে যেন ধড়ফড়াতে হয়না। সহচরী বলিল আমি এলুম বলে তুমি একটু স্থির হও। পক্ষিরাজ আষাঢ়ীয়বেলার ন্যায় আশা প্রাপ্ত হইয়া ভাবিসুখের ডাঁশা অবলম্বনে কেশ ভুরু গোচ সুচারু করত স্বীয় শরীরের লাবণ্য এক২ বার কটাক্ষ করিতেছেন ও নিজ আকর্ষণীয় রূপ জন্য হাস্য বদনে ক্রীড়া করিতেছে আর এক২ বার চঞ্চল হইয়া কলেবর ঈষদুত্তোলন পূর্ব্বক উঁকি মারিয়া দেখিতে২ ভাবিতেছেন একবার দেখা হইলেই বলিব "দেহি পদপল্লব মুদারং"। কই রত্নমালা—কোথায় গেল, এখনও যে দেখা নাই। এই বলিতে২ রত্নমালা একখানা নাটুকানের রংকরা কাপড় হস্তে করিয়া অতিশয় দ্রুতভাবে উগ্রচণ্ডীর স্বরূপ আসিয়া বলিল—অগো সেনজ! বড় বিপদ—ভুবনময়ীর মামা কেমন করে এ কথা শুনিয়া একটা মস্ত ঠেঙ্গা হাতে করিয়া আসিয়া বড় ধুম করিতেছে, তোমাকে দেখতে পেলে একেবারে হাড় চূর্ণ করিয়া দেবে। এখন যদি বাঁচতে চাও তো এই কাপড় খানা পরিয়া মেয়েমানুষের বেশে খিড়কি দ্বার

দিয়া পলাও। ইহা শুনিয়া পক্ষিরাজের হরিষে বিষাদ হইয়া যেন দুর্য্যোধনের ন্যায় মৃতবৎ হইলেন। পরে আস্তে২ উঠিয়া সহ- চরির আনীত শাড়ি পরিয়া কাঁপিতে২ দাড়াইলেন। রত্নমালা আপন হাত হইতে দুইগাছা পিতলের মর্দ্দানা তাঁহার হাতে পরাইয়া অঞ্চল ও মাথার কাপড় ভাল করিয়া টানিয়া দিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। খড়িকি দ্বারের আয়তন অল্প একারণ নির্গত হইতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল—বিস্তর কষ্টে উত্তীর্ণ হইয়া আঁস্তাগুড় ও কাঁটাবন দিয়া যাইতে২ পক্ষিরা- জের মনে হইল মরি তাহাতে ক্ষতি নাই কিন্তু কাঁটাবন দিয়া গমন করা ততোধিক ক্লেশ। কিঞ্চিৎ কাল পরে সরে রাস্তার উপর আসিলে রত্নমালাকে সকলে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল এ রূপসি কেগো? সহচরী ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিল ইনি আমার ব্যান। বেস২!—জুতা পরা কেন? এরা রাঢ়দেশের মেয়ে, জুতা পরিয়া থাকে। এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, ইতিমধ্যে ঘটক সম্মুখে আসিয়া পক্ষিরাজেকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অমনি পক্ষিরাজ জুতজোড়া রাস্তায় ত্যাগ করিয়া ঘোম্‌টা একটু টানিয়া দিয়া ল্যাগব্যাগ২ করিতে২ নিকটস্থ একটা মুদির দোকানে প্রবেশ করিলেন। মুদি কাজ্‌লা চাউলের ভাত ও পায়রাচাঁদা মাছের চড়্‌চড়ি দিয়া আহার করিতেছিল হটাৎ অদ্ভুত আকার দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—কেগো তুমি— কেগো তুমি? পক্ষিরাজ হাত ও চক্ষের ভঙ্গি দ্বারা তাহাকে চুপ করিতে বলিতেছেন কিন্তু বস্ত্র অতি ফিনফিনে ও নিকটে প্রদীপ জ্বলিতেছিল এজন্য গোঁপ একেবারে দেদীপ্যমান হইল। যদিও তিনি গোঁপের উপর হাত রাখিয়া ভূরি২ ও ভূয়২ সঙ্কেত করিলেন কিন্তু মুদি বলিল—তোমাকে দেখে আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি দোকানথেকে বাহির না হইলে আমি এখনি চৌকিদারকে ডাকিব। এদিগে বাগবাজারের নব্য দল মশাল জ্বালাইয়া নিশান তুলিয়া ঢোল বাজাইতে২ "বৌ আস্তে গেছে তারা ঘরে নাই গো" এই গান গাইতে২ দোকানের নিকট আসিয়া উপস্থিত— পক্ষিরাজ দেখিলেন বিপদ সমুহ—ঘটক মহাশয় চাপাহাসি বদনে গলা খাঁকরি দিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

সেনজ মহাশয় ব্যাপারটা কি? ওদিগ্ থেকে ডঙ্কেশ্বর সকল পক্ষিকে লইয়া হাহা২ হাস্য করিতে২ বলিল একি মহাদেবের মোহিনী বেশ নাকি? বাবা ডুবে জল খুব খেলে, এখন যাদের মড়া তাদের কাছে এস, এই বলিয়া পক্ষিরাজের হাত ধরিয়া লইয়া চলিলেন। পশ্চাৎথেকে হুওর গররা—হাত্তালির চোট—ঢোলের চাটি ও গানের গঙ্গাবাজিতে চতুর্দ্দিগ কম্পমান হইতে লাগিল, ঘটক দৌড়ে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তবে লগ্নপত্র কি কাল হবে? ডঙ্কেশ্বর বলিলেন একেবারে কলসী কাচা ধঞ্চে ও সুঁদরি কাষ্ঠের সহিত হবে। পক্ষিরাজ বাটীর নেকট নেকটি হইয়া রাগ না সম্বরণ করিতে পারিয়া হুম্কে ফিরিয়া বলিলেন—বিটলে বামুন তোর এই কর্ম্ম—র রে বেটা তোর মাথা ভাঙ্গব—তুই জানিস নে আমি লাউসেনের পৌত্র। ঘটক বলিলেন—আরে বেটা তুই যা— আমিও কুমড়ো শর্ম্মার দৌহিত্র।

প্রায় সকলে মনে২ বোধ করে আমি বড় বুদ্ধিমান। নির্ব্বুদ্ধিতা প্রচার হইলে অহঙ্কারের খর্ব্বতা হয়, তাহাতে মহা অসুখ হইয়াথাকে। পক্ষিরাজ কিছু দিন ম্লানভাবে থাকিলেন পরে তাঁহার ও দলস্থ সকলের অতিশয় অনাটন হওয়াতে গাঁতের মাল কিনিতে আরম্ভ করিলেন, এইরূপ দশ দিন করিতে২ এক দিন ধৃত হইয়া বিচারান্তে সকলের সাজা হুকুম হইল। যৎকালীন আদালত হইতে তাঁহারা জেলে যান তৎকালীন যে প্রাচীন ব্যক্তির সহিত জয়হরির হেদোতে সাক্ষাৎ হইয়াছিল তিনি রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন—জয়হরিকে দেখিয়া নিকটে আসিয়া দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন বাবু একি? তখন জয়হরির একটু চেতনা হইয়াছে, আপন বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। প্রাচীন বলিলেন বাবা! এক্ষণে উপায় নাই, লোকে সঙ্গ অথবা কর্ম্ম দোষেই মজে যায়, এটি সদা সর্ব্বদা স্মরণ না থাকিলে ভারি বিপদ ঘটে—এক্ষণে জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করি তুমি খালাস হইয়া সাধুসঙ্গ করিও এবং মনে রাখিও যে কুসঙ্গ ও নেসাতেই সর্ব্বনাশ।

৪ জাতি মারিবার মন্ত্রণা।

কলিকাতায় শনিবারকে কোন২ বাবু মধুর শনিবার ও কোন২ বাবু সোণার শনিবার বলিয়া থাকেন কারণ শনিবার রাত্রে নানাপ্রকার আয়েস মজা ও চোহেল হয়। গত শনিবারে ভবশঙ্কর বাবু কুঠির কর্ম্ম আস্তে ব্যস্তে শেষ করিয়া আসিয়া নিজ বাটীর বৈঠক খানায় বসিলেন। সন্ধ্যা না হইতে২ বাবুর পারিষদগণ প্রেমচাঁদদত্ত দিগাম্বরবাচস্পতি ও হলধরগোস্বামী উপস্থিত হইলেন।

ভবশঙ্কর। (তাকিয়া ঠেসান দিয়া আলবালার নল ভড়র২ টানিতেছিলেন, পারিষদ্দিগকে দেখিয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া বলিতেছেন)—এত বিলম্ব কেন? অদ্য শনিবার —তোমরা কি ঘুমিয়াছিলে?—অরে বলা—বলা—বলা!

বলরাম চাকর। এজ্ঞে—এজ্ঞে।

ভবশঙ্কর। আরে বেটা! পাঁচ ডাকের পর আজ্ঞে—নীচে গিয়া দেখ দেখি হানপে আসিয়াছে কি না? আর চার পাঁচ বোতল ব্রাণ্ডি ও বরফ শীঘ্র আন।

বলরাম। হানিপ ঝুড়ি ঢাকা দিয়া দঁাড়াইয়া আছে আর মোশাই কাল বলেছিলি যে হানিপ দাড়ি কাময়ে মালা পরে এসবে—সে সব করেছে—এজ্ তাকে গোঁসাই গোবিন্দের মত দেখাচ্চে।

ভবশঙ্কর। তবে তাকে আস্তে২ আসিতে বল আর তুই বোতল টোতল গুলা এনেদিয়া দোয়ার ভেজাইয়া দাড়া। যে আসিবে তাকে বল্‌বি আমার বড় মাতা ধরেছে—বুঝিলি?

বলরাম। এজ্ঞে।

হানিপ টিপি২ বৈঠকখানার ভিতর যাইয়া নানাবিধ মাংসেরকাবাব ব্যঞ্জন ও পোলাও ও রুটি উপস্থিত করিয়া দিল এবং চতুর্দিকে ছুরি কাঁটা ও কাঁচের বাসন ও গ্লাস সাজান হইল।

ভবশঙ্কর। বাচস্পতি দাদা আসুন ঠাকুরদিগের ভোগ দেওয়া যাউক।

বাচস্পতি। ওহে ভাই একবার কোশা কুশীটা নেড়ে এলে ভাল হয়না? আমি এসকল কিছুই মানিনা কিন্তু কি করি—যেখানে যেমন—সেখানে তেমন।

গোস্বামী। আমিও কোশা কুশী গঙ্গায় টেনে ফেলেছি, কিন্তু স্থান বিশেষে বুঝে চলি। খড়দহ প্রভৃতি স্থানে গেলে তিলক করি ও কৃষ্ণ২ বলি, আবার তেমন২ জায়গায় গিয়া রক্তচন্দনের ফোটা করি ও দুর্গা২ জপি, কোন২ স্থানে নাস্তিকতা প্রকাশ করি। আমি সকলকে তুষ্ট রাখি—আমার কুহক কেহই বুঝিতে পারে না।

প্রেমচাঁদ। এই তো বটে—বুদ্ধিমান পুরুষ আর কাহাকে বলে? কিন্তু এক্ষণে তো কেহ নাই তবে সায়ং সন্ধ্যা করিবার আবশ্যক কি?

ভবশঙ্কর। প্রথমে বরফ দিয়া কিছু২ পাকা মাল খাও। পরে প্রত্যেকে তিন চারি গ্লাস ব্রাণ্ডি পান করিয়া মাংসাদি ভোজন করিতে লাগিলেন।

বাচস্পতি। ওহে ভাই সকল—যে সিতল দ্রব্য পান করিলাম ইহা ভুলিবার নয়। চিনির পানা মিছরির পানার মুখে ঝাঁটা মারি। এ সামিগ্রী পেটে গেলে পুত্র শোক নিবারণ হয়।

বলরাম। মোশাই পুজরি বামুন এসেনি—মা ঠাকরুণ বল্লে যে বাচস্পতি গিয়া ঠাকুরের আরুতি করুক।

বাচস্পতি। সর্ব্বনাশ! ব্রাণ্ডি আমার মাথায় উঠিয়াছে—আমি দাঁড়াইতে পারি না। তুই বলগে যা আমি সায়ং সন্ধ্যা করিতেছি, সমাপ্ত হইতে অনেক বিলম্ব আছে, মিঠাই ওয়ালার দোকানে এক জন ব্রাহ্মণ আছে তাকে লয়ে কর্ম্ম শেষ করিয়া দিগে।

ভবশঙ্কর। রাম—বাঁচলুম! কৌশলে বাচস্পতি দাদা বৃহস্পতি!

বাচস্পতি। এক্ষণে সকলে মন দিয়া আমার একটা কথা শুন, হরিনাথ দত্ত ইংরাজদিগের সহিত প্রকাশ্য রূপে খানা খান, বাইবেল পড়েন, ক্রিষ্টিয়েন কি না তাহা ঠিক বলিতে

পারি না কিন্তু আচার ব্যবহার সাহেবদিগের ন্যায়। তাঁহার ভগিনীর বিবাহে যে২ ব্যক্তি নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে বাবুর দলে রাখা উচিত হয় না।

অন্য দুই জন পারিষদ। তার সন্দেহ কি? হরিনাথ দত্ত বেটা কি হিন্দু? আরে বেটা অখাদ্য খাবি ঘরে বসে খা, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে অস্বীকার কর—ইংরাজদিগের সঙ্গে প্রকাশ্য রূপে আহার করিয়া জাতি মজাইবার কি আবশ্যক? সে বেটা যেমন ধাষ্টেমো করে তেমনি তাহার সমুচিত দণ্ড করা কর্ত্তব্য; তাহার নিমন্ত্রণে যে২ ব্যক্তি গিয়াছিল তাহাদিগকে দল হইতে দূর করা উচিত।

ভবশঙ্কর। কিন্তু হরিনাথ দত্ত দেনা পাওনায় ও অন্যান্য ব্যবহারে অতি ভদ্র।

বাচস্পতি। আরে সে বেটার আদৌ হিন্দুয়ানিই নাই, ভদ্রতা কি প্রকারে হইবে?

ভবশঙ্কর। তবে আমি কালিই দলের প্রধান২ ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ত্বরায় বৈটক করিব।

বাচস্পতি। অবশ্য—অবশ্য, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন সর্ব্বদাই করিতে হইবেক। আপনকার পিতৃ পিতামহ পুণ্যবান ছিলেন। তাঁহাদিগের দেবালয় দ্বাদশ মন্দির অতিথিশালা ঘাট ও অন্যান্য সৎ কর্ম্মদ্বারা আপনার বংশ ধন্য হইয়াছে। হিন্দুয়ানি যাহাতে ভ্রষ্ট হয় এমত করিবেন না। উদ্‌যোগী হউন ও পাপের দণ্ড করুণ।

ভবশঙ্কর। আমি অবশ্য যত্নবান হইব—এক্ষণে আর একটু২ কুক্কুটের মাংস আহার কর—তোমাদের যে কিছু খাওয়াই হইল না?

বাচস্পতি। কুক্কুটের মাংস অতি উপাদেয়, মনু বিধি দেন যে বন কুক্কুট আমাদিগের খাদ্য। পূর্ব্বে ঋষিরা গোমেধ করিতেন—বরাহের মাংসাদিতে শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হইত। যদ্যপি প্রাচীনকালে চতুষ্পদ পশু আমাদিগের উদরস্থ হইত বেত দ্বিপদ পক্ষি এক্ষণে কেন অখাদ্য হইবে?

ভবশঙ্কর। বাচস্পতি দাদা একটু পায়ের ধূলা দেও—তুমি শাস্ত্রের কল্পতরু, তোমার বালাই লইয়া মরি।

গোস্বামী। আমি আর একটু মদ্য পান করিব, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মদ্য পান করিতেন। মাংসটা আহার করিতে বড় রুচি হইতেছে না। হ্যানপে বেটা জুতা পায়ে দিয়া আনিয়াছে। সে দিবস উইলসনের হোটেলে যে মাংস খাইয়াছিলাম সে বড় উপাদেয়।

প্রেমচাঁদ। তবে তুমিও প্রকাশ্যরূপে আহার করনা কি?

গোস্বামী। হাঁ বাবা আমি কি কাঁচা ছেলে। মুখে চক্ষে কাপড় মুড়ি দিয়া এমন২ কর্ম্ম শেষ করিয়া আসিয়াছি যে কাক পক্ষী টের পায় নাই।

প্রেমচাঁদ। তবে ভাল—দেখ যেন ধরাপড়ে মজো না—ভবশঙ্কর বাবু বৈঠক করিলে হরিনাথ দত্ত বেটাকে মনের সাদে জব্দ করিব। আমি স্বয়ং গিয়া বক্তৃতা করিয়া ঐ বেটার বাটীতে যে২ গিয়াছিল তাহাদিগের সকলের জাতি মারিব। আমার গলাটা শুকিয়ে উঠিতেছে আর একটু মদ দেও, খাই। আজ রাত্রে আমার বাটী যাওয়া হইবেক না। মুখে কাপড়মুড়িয়া গলির ভিতর দিয়া যেমন করিয়া আসিয়াছি আমিই জানি। এখানে মুড়ি শুড়ি দিয়া এক পার্শ্বে পড়িয়া থাকিব—তাহার পর দেখিব হিন্দুয়ানি থাকে কি না—বাচস্পতি মহাশয় কালেতে সব ধর্ম্ম নষ্ট হইল। হায় হায় হায়!—আফশোষ রাখিবার স্থান নাই।

বাচস্পতি। কেন হে বাপু ব্যাপার টা কি? বাটী যাইবে না কেন? স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ হইয়াছে না কি?

প্রেমচাঁদ। না মহাশয়—বাজারের মহাজনের নিকট হইতে জিনিস লইয়া ব্যবসা করিয়া ছিলাম, টাকা হাতে আছে কিন্তু দিব না। বিষয় আশয় যাহা করিয়াছি তাহাতে পুরুষানুক্রমে পায়ের উপর পা দিয়া দোল দুর্গোৎসব করিয়া সুখে কাল কাটাইব। সকল বিষয় বিনামি করিয়াছি কাহাকেও এক পয়সা দিব না, এ জন্য আমার নামে গেরেপ্তারি হইয়াছে, কি জানি ধরা পড়িলে জেলে যেতে হইবে।

বাচস্পতি। তা বটেতো—এ বাটী সে বাটী এক—স্বচ্ছন্দে থাক—হানি কি? আর কিছু কাল লুকিয়া থাকিলে গেরেপ্তারি কেটে যাবে। তার পর খুব বড়মানুষি করিয়া সব বেটাকে কাণা করিয়া দেও। হাতে টাকা থাকিলে সকলকে পাবে।—"অর্থস্য পুরুষো দাসঃ"—পুরুষ অর্থের দাস।

গোস্বামী। অরে বলা আর একটা বোতল খোল—আমার গলা শুকিয়ে উঠিতেছে।

কথাবার্ত্তা কহিতে২ চারি জনায় ক্রমে২ এত মদ্য পান করিলেন যে সকলেই বেহোঁস ও ভোঁ হইলেন। বাচস্পতি কলিকা হইতে দুই তিন খানা টীকা লইয়া বাতাসা বোধে কচ্ মচ্ করিয়া খাইতে২ বলিলেন হায় কলিতে হিন্দুয়ানির সঙ্গে বাতাসার মিষ্টতাও গেল।

প্রেমচাঁদ। দেখো বৈঠকটা যেন রবিবারে হয়, তানা হইলে আমার আসা ভার।

বাচস্পতি। তুমি না থাকিলে বক্তৃতা কে করে? তোমার তুল্য কৌশল বক্তা কে আছে? বাবা হিন্দুয়ানি যেন যায় না—(দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগানন্তর) "গেল গেল গেল হিন্দুয়ানি"—

প্রেমচাঁদ। মহাশয় উদ্বিগ্ন হইবেন না, আমারও প্রাণ দিয়া হিন্দুয়ানিকে বজায় করিব, আমার ইচ্ছা হইতেছে যে হরিনাথ দত্তের মাথাটা কেটে আনি।

ভবশঙ্কর। গোসাঁই মামা—ভাঁই একটা যাত্রার গান গাও না। (এই বলিয়া প্রেমচাঁদের পিট টিপ২ করিয়া বাজাইতে লাগিলেন)।

বাচস্পতি। শাস্ত্রব্যবসায়ী হওয়া বড় দায়—অশুদ্ধ শুনিলেই শুদ্ধ করিতে হয়। গোসাই মামা বলিয়া কি ডাকে বলে? বলিতে হয়—গোসাঁই বাবা—ভাই একটা গান গাওনা।

গোস্বামী। আমাকে মামাই বল—বাবাই বল—দাদাই বল, আর কোন মিষ্ট কুটম্বিতার কথা বলিয়া সম্বোধন কর আমি সেই গোসাঁই। আমার জ্ঞান টনটনে—আমি গাই—শুন। এই বলিয়া বাগীশ্বরী রাগিনীতে গম্ভীর স্বরে এক খেয়াল ধরিলেন—সোঁ—য়ে—য়ে—য়ে—য়ে—লা-লা—লা—লা—গি—গি—গি—গি—

বাচস্পতি। আরে বাবু এ গান বুঝিতে গেলে আকোনের কাছে গিয়া ফার্শি পড়িতে হয়। সাদা সিদে রকম মজাদারি একটা আড়খেমটা যাত্রার গান গাও।

গোস্বামী। যাত্রার গান আরম্ভ করিবামাত্র সকলেই দাঁড়াইয়া ধিং২ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন কিন্তু নেশার জোরে পা নেটিয়া পড়িল এজন্য টুপভুজঙ্গ হইয়া পরস্পরের ঘাড়ের উপর পা, পায়ের উপর ঘাড় দিয়া চালচিত্রের পুত্তলিকার ন্যায় ধড়াস২ করিয়া পড়িয়াগেলেন ও শিয়াল ডাক কুকুর ডাক বিড়াল ডাক ডাকিতে লাগিলেন। **বলরাম** এসকল দেখিয়া প্রদীপ নির্ব্বাণ করণান্তর দোয়ারে চাবি দিয়া ভোজন করিতে গেল। বাটীর দরওয়ানকে সম্মুখে দেখিয়া বলিল ভাই পেটের জ্বালায় চাকরি করিতে আসিয়াছি বটে কিন্তু এ ভণ্ড ব্যলিক বেটার হাত হইতে কবে মুক্ত হইব!

---

৫ জাতিরক্ষার্থ সভা।

গত রবিবার ভবশঙ্কর বাবুর ভবনে জাতিরক্ষার্থ এক মহা সভা হয়। অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কায়স্থ মহাশয়েরা উপস্থিত ছিলেন। যে ঘরে বৈঠক হয় সে ইংরাজি রকম সাজান অর্থাৎ তথায় মেজ চৌকি কৌচ ইত্যাদি সকল ছিল।

রামভট্ট দাঁড়াইয়া উচ্চস্বরে বলিলেন—আহা কি অপূর্ব্ব সভা হইয়াছে! এ সভা রাজা যুধিষ্ঠিরের সভার ন্যায়—কলিকাতার পুলস্ত অঙ্গিরা গৌতম ভরদ্বাজ যাজ্ঞবল্ক্য ও ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ প্রভৃতি সকলেরই সমাগম হইয়াছে আর ভবশঙ্কর বাবুর ভবন কৈলাসধাম তুল্য দৃষ্ট হইতেছে।

ভবশঙ্কর। রাজীব—রাজীব—রাজীব!

সভার দশ পোনের জন। অহে রাজীবকে ডাক—রাজীবকে ডাক—কর্ত্তা ডাকিতেছেন।

রাজীব। আজ্ঞে।

ভবশঙ্কর। সভার জন্য সকল চিঠি বাঁটা হইয়াছে?

রাজীব। আজ্ঞে হাঁ—বাঁটা হইয়াছে।

ভবশঙ্কর। কেমন উমাশঙ্কর বাবু কি বলিলেন?

রাজীব। আজ্ঞে তাঁহার একটা দেওয়ানি মোকদ্দমা পড়িয়াছে। তিনি দিন রাত্ সাক্ষিদিগকে তালিম দিতেছেন—তাঁহার তিলার্দ্ধ অবকাশ নাই।

ভবশঙ্কর। কালীশঙ্কর বাবু কি বলিলেন?

রাজীব। তিনি দেনা উড়াইবার জন্য চন্দননগরে পটাকশন লইয়া ইনসালবেন্টের কাগজ তৈয়ার করিতেছেন আর অদ্য তাঁহার বাটীতে একটা মোয়াফেল হইবে তাহাতেই ব্যস্ত আছেন।

ভবশঙ্কর। তারিণীশঙ্কর বাবু কি বলিলেন?

রাজীব। আজ্ঞে তাঁহার বাগানে অদ্য রাত্রে খ্যামটার নাচ হইবে এজন্য ছেলে পুলে সকলকে সঙ্গে করিয়া বাগানে গিয়াছেন।

ভবশঙ্কর। রামশঙ্কর বাবু কি বলিলেন?

রাজীব। তিনি মদনমোহন সিংহের কিছু জমি কাড়িয়া লইয়াছেন এজন্য চারেক্টের মোকদ্দমায় পড়িয়াছেন—অদ্য প্রাতে দারোগার নিকট তদ্বির করিতে গেলেন।

ভবশঙ্কর। হরিশঙ্কর বাবু কি বলিলেন?

রাজীব। (কাণে কাণে) তাঁহার বাটীতে সাহেব সুভোদিগের একটা খানা আছে আর তিনি নেসা করিয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন পা ভাঙ্গিয়া বসিয়াছেন।

ভবশঙ্কর। শিবশঙ্কর বাবুর সহিত কি দেখা হইয়াছিল?

রাজীব। আজ্ঞে তাঁহার মত উলট—তিনি বলেন আজকের কালে কে না কি করিতেছে?—ঠক বাচ্‌তে গাঁ ওজড় হইবে, বরং শাক দিয়া মাছ ঢাকা ভাল—অধিক খোঁচা খুঁচ করিতে গেলে পাছে কেঁচো খুড়িতেং সাপ বেরোয়।

বাচস্পতি। প্রাচীন হইলেই প্রায় বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ

পায়—হাঁ! তবে তাঁহার মতে নাস্তিকতার দমন করা কর্ত্তব্য নয়? মরি কি সার বুঝেছেন! সে যাহাহউক, এক্ষণে সভার কার্য্য আরম্ভ করুণ।

ভবশঙ্কর সভ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আমি আপনাদিগের দলপতি, এ জন্য দলসংক্রান্ত ভাল মন্দ কথা সকলই আমাকে বলিতে হয়। বাচস্পতি দাদার মত যে আমাদিগের দল হইতে হরিনাথ দত্তকে বহিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য এবং তাঁহার ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে যেং ব্যক্তি নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন তাঁহাদিগকেও ঠেলা উচিত। হরিনাথ দত্ত সর্ব্ব প্রকারেই উত্তম লোক—শিষ্ট শান্ত নম্র সরল সত্যবাদী মিষ্টভাষী সৎ এবং পরোপকারী বটে—কিন্তু "গুণ হয়ে দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়" হিন্দু কুলোদ্ভব হইয়া প্রকাশ্য রূপে ইংরাজদিগের সহিত আহারাদি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কেহ নিবারণ করিলে বলেন আমি হিন্দু ধর্ম্ম কিছু মানি না—আমি কোন দলের তোয়াক্কা রাখি না—আমি কোন বড়মানুসের খাতির করি না, কেবল সৎ মানুষেকেই সম্মান করি—আমার বিবেচনায় যাহা ভাল বোধ হইবে তাহা অবশ্যই করিব। এ সব কথাতো ভাল নয়—এক্ষণে আপনাদিগের মত কি?

বাচস্পতি। কর্ত্তা বাবু যাহা আজ্ঞা করিতেছেন তাহাতে বিন্দু বিসর্গ ভুল নাই। ভগবান ভবিষ্যৎ পুরাণে বলিয়াছেন, কলিতে অনেক অত্যাচার ও কুরীতি ঘটিবে কিন্তু আপদ পড়িলে চেষ্টা ব্যতিরেকে কে উদ্ধার হইতে পারে? অগ্নি গৃহে লাগিলে, বিনা জলে কি নির্ব্বাণ হয়? রোগী পীড়াতে শয্যাগত হইলে বিনা ঔষধে কি আরোগ্য হয়? তেমনি বিনা উদ্যোগে—বিনা পরিশ্রমে—বিনা যত্নে—বিনা উদ্যমে—বিনা প্রবল শাসনে কি হিন্দুয়ানি রক্ষা করা যাইতে পারে? দুষ্ট লোককে শীঘ্রই দমন করা কর্ত্তব্য। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন।

"দুষ্টের দমন হেতু শিষ্টের পালন।
যুগেং জন্ম লই কুন্তির নন্দন"।

আরং সকলকে পার আছে, ব্যবহার বিরুদ্ধ কর্ম্ম অতি বড় ভয়ানক। শাস্ত্রে বলে যদ্যপি ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানজ্ঞ যোগী যোগ বলে সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে সক্ষম হন তথাপি লৌকিকাচার বিরুদ্ধ কর্ম্ম কখন মনেতেও আনিবেন না।

গোস্বামি। (সমস্ত শরীরে হরিনামের ছাপ—মস্তকে নামাবলি বান্ধা—গলায় তুলসীমালার গোচ্ছা ও হস্তে একটা প্রকাণ্ড কূঁড়াজালি—হাই তুলিতেং বলিতেছিলেন "কৃষ্ণহে তোমার ইচ্ছা") আহা! বাচস্পতি মহাশয়ের কথা গুলিন বেদবৎ প্রমাণ। কাহার বাপের সাধ্য তাহার তু বচ কাটে। প্রভু নিত্যানন্দন চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলেও হিন্দু ধর্ম্ম রক্ষা হইল না, কিন্তু স্থায়িই বা কি? যদুপতির সে অযোধ্যা পুরীই বা কোথায় ও রঘুপতির সে উত্তর কোশলাই বা কোথায়? সূর্য্যের গমনাগমনে প্রতিক্ষণে আমাদিগের আয়ুঃক্ষয় হইতেছে।

প্রেমচাঁদ! গোঁসাই মামার শ্মশান বৈরাগ্য দেখে আমি যে আর বাঁচি না! উপস্থিত বিষয়ে পরামর্শ দেও—এখন উদ্যমের সময়—আপনার কথা বার্ত্তা শুনিলে উদ্যম ছুটে পালায়। হরিনাথ দত্ত ও তাঁহার বাটীতে যেং গিয়াছিল সে সব বেটাকে এক ঘরে করা যাউক।

গোস্বামী। ভবশঙ্কর বাবুর সহিত আমার কেবল পাক পৈতার ভেদ—আমাদিগের একই মনঃ—একই প্রাণ—তিনি যে পথে যাইবেন—আমিও সেই পথে যাইব—তিনি যা করিবেন—তাহাতেই আমার সম্পূর্ণ মত।

বাচস্পতি। এইতো বটে না হবে কেন—যেমন বংশে জন্ম সেই মত কথা বার্ত্তা—অহে বলরাম নস্য দানিটা কোথায় ফেলিলাম? গলাটা শুষ্ক হইতেছে এক ছিলিম তামাক পাইলে ভাল হইত।

বলরাম। (বাচস্পতির বড় অনুগত, কারণ তিনি কর্ত্তার ডান হাত) মোশায়ের গলা শুংয়েচে এজন্য আমি তাইং এনেছি।

বাচস্পতি রূপার গ্লাসের ঢাকুনি খুলিয়া দেখেন

তাহার ভিতর বরফ ও ব্রাণ্ডি। কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হইয়া বলরামকে ইসারা করিয়া লইয়া যাইতে বলিলেন।

হেমচন্দ্র দে বাচস্পতির নিকটে বসিয়াছিলেন, তিনি অতিশয় স্পষ্টবক্তা—গ্লাসের ভিতর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন —কি ও?

বাচস্পতি। আমার পৃষ্ঠে একটা বেদনা হইয়াছে এজন্য বলরাম এরণ্ড তৈল ও সৈন্ধব লবণ আনিয়াছিল।

হেমচন্দ্র। ভাল—ভাল—এ যে নূতন রকম এরণ্ড তৈল ও সৈন্ধব দেখিলাম। সংপ্রতি বিলাত হইতে আসিয়াছে বুঝি?

রাজীব। মহাশয় হরেকৃষ্ণ বাবু ও রাজকৃষ্ণ বাবু টুপ ভুজঙ্গ রকমে দরজায় উপস্থিত হইয়াছেন।

হেমচন্দ্র। টুপ ভুজঙ্গ কি?

বাচস্পতি। "ভুজঙ্গঃ পবনাশনঃ" ইত্যমরঃ। টুপভুজঙ্গ অর্থাৎ অতি ভুজঙ্গ অর্থাৎ সর্পের ন্যায় সতর্ক।

রাজীব। (সাদাসিদে লোক—কোন কাপ বুঝে না) আজ্ঞে —আ নয়, টুপভুজঙ্গ অর্থাৎ ভুজঙ্গ ভুজকুড়ি অর্থাৎ মদ্য পানের পর বাক্য শক্তি গতি শক্তি হীন অবস্থাপন্ন, ঐ অবস্থায় শরীর জড়সড় হইয়া থাকে, ঘাড় নেটিয়ে পড়ে ও দুটি চোখ ঝিময় ও মিট্‌মিট্‌ করে আর ইচ্ছা হয় যে পক্ষি হইয়া ছাতের উপর হইতে উড়ি। ভোঁ ও টুপভুজঙ্গ এরা মামাতো পিসতুতো ভাই।

বাচস্পতি। (রাগান্বিত হইয়া) তুমি আপনার কর্ম্মে যাও—শব্দের অর্থ করা আমার কর্ম্ম, তুমি বাটীর দেওয়ান তোমার কর্ম্ম অর্থের শব্দ করা। বড় মানুষের বাটীতে থাকিলে সব ঢেকে ঢুকে চলিতে হয়। পুরুষ সাকুব না হইলে তাহার নানা বিপদ ঘটে।

হরেকৃষ্ণ। (শরীর টলমল রামকৃষ্ণ বাবুর কাঁধে হাত) ভবশঙ্কর বাবু! আমি তোমার প্রস্তাবে পোষকতা করিব।

রামকৃষ্ণ। (গোলাবি নেসায় খিলং করিয়া হাসিতেছেন) হরেকৃষ্ণ দাদা কিছু বেহিসিবি রকম গিয়াছেন—পূর্ণমাত্রা রাত্রেতেই লইবে—আমার একটা গান শুন দেখি—"না দেখে বঁধুকে প্রান যায়"।——

রামকৃষ্ণ যেমন তেড় গান ধরিয়াছেন হরেকৃষ্ণ অমনি পড়িয়া গেলেন।

প্রেমচাঁদ। তৎক্ষণাৎ সম্মানপূর্ব্বক হস্ত ধরিয়া লইয়া দুই জনকে পার্শ্বের ঘরে শুয়াইয়া রাখিয়া আসিলেন।

হেমচন্দ্র। হরেকৃষ্ণ বাবু পড়িলেন কেন?

বাচস্পতি। তাঁহার মৃগী রোগ আছে।

হেমচন্দ্র। তবে তাঁহাকে স্থানান্তর করা ভাল হইয়াছে, তিনি প্রস্তাব সকলে পোষকতা না করিয়া অগ্রে আপনাকে পোষকতা করুণ।

প্রেমচাঁদ। এক্ষণে এই স্থির হইল হরিনাথ দত্ত প্রভৃতিকে ঠেলা যাইবে।

সীতাপতি। মহাশয় আমাকে রক্ষা করিতে হইবে, আমি নিমন্ত্রণে যাই নাই।

বাচস্পতি। কেন তুমিতো নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলে?

সীতাপতি। আজ্ঞা আমি সভা দেখিতে গিয়াছিলাম।

বাচস্পতি। একাদিক্রমে পোনেরো দিবস সেখানে অবস্থিতি হইল কেন?

সীতাপতি। আজ্ঞা ঐটি আমার ভুল—আমাকে ক্ষমা করুণ।

প্রেমচাঁদ। আচ্ছা বিষ্ণুস্মরণ করিয়া লিখে দেও। আর সকল দোষিরা ঠেলা রহিল—বেটাদের যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

হেমচন্দ্র। আমার ইচ্ছা ছিল না যে সভায় কিছু বলি কিন্তু অন্যায় সহিষ্ণুতা করিতে পারি না। আমি কলিকাতায় অনেক দিন আছি—অনেক লোককে জানি কিন্তু জাতি কি প্রকারে থাকে ও কি প্রকারে যায় তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতায় বাটী বাটীতে অন্বেষণ করিলে খানার

ও মদের বিল ঝুড়িং বাহির হইবে তবে হরিনাথ দত্তের অপরাধ কি?

বাচস্পতি। তোমার মত জন কয়েক লোক হইলেই হিন্দুয়ানি ত্বরায় অন্তর্দ্ধান করিবে। বড় মানুষে গোপনে কে কি করে তাহার নিকাশ লইবার আবশ্যক কি? হরিনাথ দত্তের ন্যায় প্রকাশ্যরূপে হিন্দুয়ানি ঘাতক কর্ম্ম কে করে? অন্যান্য কর্ম্মে পার আছে, কিন্তু এ কর্ম্মে যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে।

হেমচন্দ্র। তা বটে—এক্ষণে হিন্দুয়ানির মাহাত্ম্য বুঝিলাম। লুকাইয়া খাইলে পাপ নাই—প্রকাশ্যরূপে খাইলেই পাপ। কপটতা পূজ্য—সরলতা নিন্দনীয়। জুয়াচুরি ফেরিব জুলম জাল মিথ্যা শপথ এবং পরস্ত্রী হরণ এসকল কুকর্ম্ম বলিয়া ধর্ত্তব্য নয়—এসব কর্ম্মে হিন্দুয়ানির হানি হয় না—চমৎকার বিধি! চমৎকার শাসন। ভদ্রলোকে অভদ্র কর্ম্ম করিলে ভদ্র সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হয়। তোমরা যাবতীয় দুষ্কর্ম্ম করিবে—দ্বার বন্ধ করিয়া যবনীয় আহার ও মদ্য পানে উন্মত্ত হইবে—তাহাতে দোষ নাই—তাহাতে অধর্ম্ম নাই, কিন্তু অন্য কেহ দ্বার খুলিয়া ঐ আহার ও পান পরিমিতরূপে করিলে জাতিচ্যুত হইবে—এ রোগের ঔষধ কি?

প্রেমচাঁদ। (কোপিত হইয়া) তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা?—মুখ সাম্‌লিয়া কথা কহ্—ভদ্রলোকের গ্লানি করিস্? শীতল সিংহ!

হেমচন্দ্র। বিচার কর তো বিচার করি—তোমার গুণাগুণ তো সব জানা আছে—আর ঘাঁটাও কেন?—শীতল সিংহকে ডাকিলে আমি গরম সিংহ হইব।

প্রেমচাঁদ। দন্ত কড়মড় পূর্ব্বক মেজে আঘাত করিয়া মারং বলিয়া হেমচন্দ্রের উপর পড়িল। হেমচন্দ্র বলবান, প্রেমচাঁদকে দুই তিনটা পদাঘাত করিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন। বাচস্পতি বিপদ দেখিয়া মনে করিলেন পাছে ফৌজদারি ঘটে এজন্য কর্ত্তা বাবুকে ইসারা করিয়া আপনি বাটীর

বাহিরে শিবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া কোশা কুশী লইয়া বম২ বম২ শব্দ করিতে লাগিলেন—অন্য দিগে দেখেও দেখেন না। ভবশঙ্কর অন্তঃপুরে গিয়া পত্নির অঞ্চল ধরিয়া কম্পান্বিত কলেবরে গবাক্ষ হইতে দেখিতে লাগিলেন। প্রেমচাঁদ ভাবিলেন অদ্য রাত্রে বেশি গারদে থাকিলে কল্য দেওয়ানী মোকদ্দমার গেরেপ্তারিতে জেলে যাইতে হইবে একারণ গায়ের ধূলি ঝাড়িয়া অধোমুখে আস্তে২ প্রস্থান করিলেন। গোস্বামি "কৃষ্ণহে তোমার ইচ্ছা" বলিতে২ সট্ করিয়া সরিয়া পড়িলেন। সভার অন্যান্য লোক সকল মারা মারি দেখিয়া ভয়ে ছুটে পলাইয়া গেল। হেমচন্দ্র ক্রমে২ সভা শূন্য দেখিয়া হাসিতে২ বলিতে২ চলিলেন—বাবুদের যেমন হিন্দুয়ানি—যেমন ধর্ম্মে মতি—যেমন বিবেচনা—যেমন মন্ত্রনা—তেমন দৃঢ়তা—তেমন একাগ্রতা—তেমন বল্—তেমনি সাহস!

---

৬ জাত মারিবার বাসি মন্ত্রনা।

একে অমাবস্যার রাত্রি তাতে আকাশ মণ্ডল নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন, প্রচণ্ড বায়ুতে বৃক্ষাদি দোদুল্যমান, চতুর্দ্দিগে শিবা সকল শব্দায়মান, রাজা দুর্যোধন যুদ্ধক্ষেত্রে উরুভঙ্গে কাতর ও মনস্তাপে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছেন। পরে অর্দ্ধ রাত্রযোগে কৃপাচার্য্য কৃতবর্ম্মা ও অশ্বত্থামা নিকটে আইলে অনেক উৎসাহ ও সান্ত্বনা পাইয়াছিলেন সেইরূপ ভবশঙ্কর বাবুর অবস্থা হইল। তিনি সভানন্তর অভিমান ও অপমানে মৃতবৎ হইয়া বৈটকানায় আসিয়া মুখে কাপড় দিয়া শয়ন করিয়া আছেন—প্রদীপ প্রান্তভাগে মিড়২ করিতেছে—বাটী নিঃশব্দ—ভাবনায় বাবুর নিদ্রা হইতেছে না, এপাশ ওপাশ করিতেছেন। ইতিমধ্যে বাচস্পতি, গোস্বামি ও প্রেমচাঁদ আস্তে২ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয় কি ঘুমুচ্ছেন?

ভবশঙ্কর। কেমন করিয়া নিদ্রা হইতে পারে?—চিন্তা সাগরে মগ্ন হইয়াছি—তোমরা আমাকে গাছের উপর উঠাইয়া এ কর্ম্ম কেন করাইলে?

বাচস্পতি। তাহাতে হানি কি? আর এমন মন্দই বা কি হইয়াছে? যুদ্ধ করিতে গেলেই যে জয় হয় এমত নিশ্চয় নাই—যুদ্ধে মহাং বীরও পরাঙমুখ হয় তবে খেদ কেন করেন —উঠিয়া বসুন।

গোস্বামী। তা বটে তো, মাছ ধরিতে গেলেই গায়ে কাদা লাগে—আর কথাই আছে "আমিতো মদ্য বটি, চিড়ে কুটি, যখন যেমন তখন তেমন"।

প্রেমচাঁদ। ভালী বলিতেছেন—মহাশয় খিদ্যমান কেন হন্—অপমান তো আমার পিঠের উপর দিয়া গিয়াছে, আমি বেদনায় পিঠ নাড়িতে পারি না, মহাশয় কেন কাতর হন?

ভবশঙ্কর। তা বটে—কিন্তু আমাকে তো পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাতে হইল—এ কর্ম্ম করিবারই আবশ্যক কি ছিল?

বাচস্পতি। তাতে দোষ কি? দেশ—কাল—পাত্র বুঝিয়া সকল কর্ম্ম করিতে হয়, আপনি উঠিয়া বসুন—মহাশয় দুঃখিত থাকিলে আমরা কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব? একটা ব্রত উদ্যাপন করাইতে হইয়াছিল এজন্য আহারের কিছু ব্যতিক্রম হয়—উদরের দোষ জন্মিয়াছে, বলরাম সেই দ্রব্য আনো তো?

বলরাম। (আপনা আপনি বলিতেছে) শালারা মদও খাবে আবার সভাও করবে ও জাত মারবে।

প্রেমচাঁদ। হেমচন্দ্র দে বেটাকে ধরিয়া আনিয়া ঘা কতক দিলে ভাল হয় না?

বাচস্পতি। পল্লীগ্রাম হইলে হইত—শহরে ছুঁতে মাছি কাটে—বাপ রে? এখানে কৌশলের দ্বারা সকল করিতে হইবে—ধরি মাছ, না ছুঁই পানী।

প্রেমচাঁদ। তবে একটা জাল হপ্তম্ করিয়া বন্দ করিলে হয় না?

বাচস্পতি। সে বরং ভাল—কিম্বা [illegible] দারোগার সঙ্গে যোগ করিয়া কোন ভারি তহমত দাও। "সরলে সরল

শৈচব শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ” সরল ব্যক্তির সঙ্গে সরল ব্যবহার করিবে শঠের প্রতি শঠতা করিবে।

বলরাম। মদ্য আনয়ন করিয়া দিলে সকলেই প্রচুর পরিমাণে পান করিলেন।

ভবশঙ্কর। গোঁসাই! একটা গান কর দেখি, একটু আনন্দ করা যাউক।

গোস্বামী। ঘাড় বাঁকাইয়া গালে হাত দিয়া ঝিঝিট রাগিণীতে গাইতে লাগিলেন “গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতি ক্ষ—ণে—ণে—”

বাচস্পতি। আর জ্বলাও কেন? পরমায়ু তো অদ্য গ্রাস হইয়াছিল সে কথা আর কেন? এক্ষণে রং গাও।

গোস্বামী। “ওলো আয়রে ব্রজের নারী এনেছি তরী, তোদের পার করি—হুড়ুর হো—হুড়ুর হো—হুড়ুর হো—”

বাচস্পতির চাদর খানা এক পার্শ্বে পড়িয়াছিল—পৈতেটা কানে গোঁজা—বাম হাতে হুঁকা—খেমটার চোট সামালিতে না পারিয়া তালেং নৃত্য করিতে লাগিলেন।

প্রেমচাঁদ। আমি বলি আজ একটা নূতন রকম আমোদ করা যাউক—এপ্রকার আমোদ তো সর্ব্বদাই হইয়া থাকে।

গোস্বামী। আমি সব রকম আমোদ জানি। কৃষ্ণলীলা করিতে চাও, তাও আমার তুণ্ডাগ্রে—নবনারী কুঞ্জর হইয়াছিল—এসো তাই হউক।

প্রেমচাঁদ। এখানে নয় জন নারী কোথায়?

বাচস্পতি। ওহে নব নারী ও তিন জন পুরুষ সমান—যদি তা না হয় তবে আমরা কাপুরুষ। কর্ত্তা বাবু স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান হইয়া আমাদের উপর আরোহণ করুণ।

এই বলিয়া তিন জন পারিষদ মিলিয়া হস্তি স্বরূপ হইলেন এবং কর্ত্তাবাবু তাঁহাদের উপর বসিলেন। প্রেমচাঁদ করির পৃষ্ঠ হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার নিজের পৃষ্ঠ পদাঘাতের বেদনায় পরিপূর্ণ, কর্ত্তার ভরে ভারাক্রান্ত হইয়া—গেলমরে মলামরে বলিয়া চীৎকার করিয়া ভূঁয়ে শুয়ে পড়িলেন এবং কর্ত্তাবাবু

ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ধরণী তলে চীপ্ করিয়া পড়িয়া গেলেন। বাটীতে গোল হইল কর্ত্তা পড়ে গেলেন। পরিবার সকলে তাড়া তাড়ি করিয়া আসিয়া দেখে কর্ত্তার পড়া সামান্য পড়া নয়। তিনি প্রফুল্লমনে ভক্তিতে গদ্গদ হইয়া কৃষ্ণ লীলা করিতেছেন।

৭ গরু কেটে জুতা দান।

টোলের পণ্ডিত শ্রীহলধর তর্কালঙ্কার ও কালেজের পণ্ডিত শ্রীহরিশ্চন্দ্র বিদ্যারত্ন যে তর্কবিতর্ক করিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে।

বিদ্যারত্ন। আরে তর্কালঙ্কার দাদা যে? ফরিদপুর হইতে কবে আস' হলো? আমি দুই তিন বার আপনার তত্ত্ব করিতে টোলে গিয়াছিলাম, সব মঙ্গল তো? এই বরিষা কাল—এক্ষণে নৌকায় যাওয়া বড় ক্লেশ—কেন এত কর্ম্ম ভোগ করিয়া গিয়াছিলেন?

তর্কালঙ্কার। ফরিদপুর যাওনে বড় বাঞ্ছা ছিল না। সংসার চলে না কি করি। ওহে ভাই কলিকাতা এক্ষণে সে কলিকাতা নাই। পিতামহ ও পিতা স্বস্ত্যয়ন শান্তি ব্রত শ্রাদ্ধ ধারকতা ও যাজকত উপলক্ষে এত কাপড় বাসন ও টাকা পাইতেন যে পরিবারের ভরণ পোষণ হইয়া অনেক উদ্বৃত্ত হইত, এক্ষণে কষ্টে কালযাপন করিতেছি। কলিকাতায় নূতন২ মত—ক্রিয়া কাণ্ড নাই, প্রাপ্তির দফা নবডঙ্গা। ফরিদপুরে রামলাল ঘোষ মাতৃ শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। এমত শ্রাদ্ধ তৎকাল হয় নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও কাঙ্গালিকে টাকা ঢেলে দিয়াছেন। রামলাল বাবুর তুল্য লোক দেখিতে পাই না।

বিদ্যারত্ন। হাঁ।——

তর্কালঙ্কার। বড় যে হাঁ বলিয়া চুপ করিয়া রহিলে?

বিদ্যারত্ন। আর কি বলিব আপনি বলিতেছেন রাম লাল বাবু বড় ভাল, তাই হউক—সত্য কথা বলা বড় দায়।

তর্কালঙ্কার। আরে বলইনা—কথাটাই শুনি।

বিদ্যারত্ন। তবে যদি বলাবে তো বলি। ফরিদপুরে আমি পাঁচ বৎসর ছিলাম। রামলাল বাবুকে ভাল জানি। তিনি বর্দ্ধমানের ৺ কৃষ্ণানন্দ মল্লিকের স্ত্রীর মোক্তার ছিলেন, লাট ঝুমঝুমির মালগুজারির টাকা লইয়া যান। তিনি জানিতেন ঐ মহলখানী সোনার থাল এজন্য মালগুজারির টাকা আদায় না করিয়া নিলাম করাইয়া আপন নামে মহল খরিদ করেন, তদবধি মহল দখল ও ভোগ করিয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণানন্দ মল্লিকের পরিবার অন্নাভাবে দেশান্তরি হইয়া গিয়াছে। উক্ত বিষয় হাতে পাইয়া রামলাল বাবু জোলম ও ফেরেবের দ্বারা অনেক২ ব্যক্তির বিষয় কাড়িয়া লইয়াছেন। তাহারা মকদ্দমা করিতে অপারক।

তর্কালঙ্কার। সে যাহাহউক, রামলাল বাবু বড় পুণ্যবান। আপন পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে গ্রামের সাত আটটা পুষ্করিণীর মৎস্য ধরাইয়া বৎসর২ গ্রামস্থ লোকদিগকে ভোজন করান্ ও ব্রাহ্মণদিগকে থাল গাড়ু টাকা দেন। কলিকাতায় কটা লোক তাহার মত হে?

বিদ্যারত্ন। রামলাল বাবুর দান করা বড় বিচিত্র নহে। তাহার অনেক গুলি লেঠেল চাকর আছে। গ্রামে যাহাকে শাঁসাল দেখেন তাহারই বাটী লুট করাইয়া যথা সর্ব্বস্ব গ্রহণ করেন ও সর্ব্বদাই দাঙ্গা হাঙ্গাম করিয়া ভূমি ও বিষয়াদি কাড়িয়া লন আর তাঁহার অধীনে কয়েক জন জালসাজ ও ববলিয়া আছে, তাহাদের দ্বারা প্রায় সকল মকোদ্দমাই জেতেন। অতএব রামলাল বাবু যে ভূরি২ দান করেন তাহা আশ্চর্য্য নহে।

তর্কালঙ্কার। বড় মানুষ বিষয় কর্ম্মে কে কি করে তাহা জানিবার আবশ্যক নাই, রামলাল বাবুর তুল্য দুর্গোৎসব কে করিয়া থাকে? পূজা কালীন সাত গ্রামের লোক এক গ্রামে হয়, কেবল "দীয়তাং ভুজ্যতাং" ব্যতীত অন্য কোন শব্দ শোনা যায় না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকলেই তাহার প্রশংসা করে।

বিদ্যারত্ন। তিনি কত শত ব্রাহ্মণের ব্রহ্মত্র কাড়িয়া লইয়াছেন আর বল ও ছল পূর্ব্বক কতং ভদ্র স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছেন। এই সকল মহা পাপ করিয়া কেবল নাম কিনিবার জন্য শ্রাদ্ধ ও পূজায় দান করিলে কি পার পাইবেন? সে কেবল গরু কেটে জুতা দান!!!

---

৮ কি আজব দেখিলাম সহর কলিকাতায়।

আমার কুঁচবেহারে বাস—ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম। বাল্যাবস্থাবধি নানা সাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছি—নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি—নানা তীর্থ দর্শন করিয়াছি। পিতা আমাকে বিবাহ করিতে পুনঃ২ অনুরোধ কবিয়াছিলেন—মাতাও বলিয়াছিলেন বাছা! সংসারী হও, উদাসীন হওয়া ভাল নয়, আমি কখন পিতা ও মাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতাম না এ জন্যে তাঁহাদের কথায় সংসার আশ্রম করিতে হইয়াছিল। কিয়ৎ কাল পরে পিতা মাতার ও স্ত্রীপুত্রের বিয়োগ হইলে মনঃ অস্থির হইতে লাগিল। দুঃখে না পড়িলে ধর্ম্মের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা হয় না। ইন্দ্রিয় সুখে মত্ত থাকিলে আর কোন বিষয়ে মন যায় না। যাহারা ইন্দ্রিয় সুখে মগ্ন, তাহারা কখন ধর্ম্মের নিকট যাইতে পারে না। এই সকল পর্য্যালোচনায় মনোমধ্যে বৈরাগ্য জন্মিল ও সাধু সঙ্গ পাইবার জন্য অনেক২ দেশ পর্য্যটন করিলাম এবং অনেক২ সুপণ্ডিত ব্যক্তির সহিত আলাপও হইল, কিন্তু শুদ্ধচিত্ত লোক কুত্রাপি দৃষ্ট হইল না। অনেকের সহিত আলাপে প্রথম২ ভাল বোধ হয় কিন্তু কিয়ৎ কালের পরই শঠতা প্রকাশ পায়। ধর্ম্মাধর্ম্মের পরীক্ষা স্বার্থ বিষয়েই বুঝা যায়। স্বার্থ ত্যাগ করিয়া ধর্ম্ম বজায় রাখে এমত লোক প্রায় দেখা যায় না। যাহাহউক, আমি বহুকাল ভ্রমণের পর এক দিন নর্ম্মদা তীরস্থ একটা বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া মনে২ ভাবিতেছি—প্রাচীনকালে লোকের সরলত্ব ছিল এক্ষণে এত কপটতা কেন হইল? কপটতায় সত্য

ভ্রষ্ট হয় অথচ সেই সত্যই পরমেশ্বরের স্বরূপ—যদি সত্য নষ্ট হইল তবে আর ধর্ম্মের উন্নতি কি প্রকারে হইবে? এই রূপ ভাবিতে২ আমার শ্রান্তি বোধ হইল। তখন মন্দ২ বাতাস বহিতেছিল—সন্ধ্যাকাল উপস্থিত—চারি দিক্ নিশব্দ হইয়া আসিল। নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে গায়ের চাদর বিছাইয়া সেই তরুতলেই শয়ন করিলাম। ক্ষণেক কাল পরে স্বপ্নে দেখিলাম—আমার নিকট একটা প্রাচীন যষ্টিধারী ব্যক্তি আসিয়া আস্তে২ বলিতেছেন—"বাবা উঠ—আমার সঙ্গে আইস"। অমনি চমকিয়া উঠিয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।—বোধ হইল তাঁহার মুখ ব্রহ্মাণ্ডের চিন্তায় মগ্ন রহিয়াছে ও দুই চক্ষু দিয়া সূর্য্যের প্রভা নির্গত হইতেছে। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমার ভক্তির উদয় হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম পিতঃ তুমি কে? তিনি উত্তর দিলেন আমার নাম জ্ঞান। আমি ইহা শুনিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ তাঁহার পশ্চাদগামী হইলাম। নিমেষ মধ্যে দেশ বিদেশ গিরি গুহা বন উপবন উত্তীর্ণ হইয়া স্বর্গের পথ দিয়া চলিতে লাগিলাম। অনেক২ রম্য ও মনোহর দৃশ্য দর্শনগোচর হইল। এক২ স্থানে অপূর্ব্ব কানন—নানা জাতীয় লতা—নব২ পল্লব—ফুলে ফলে ডগমগ—নানা বর্ণ পুষ্প, সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। এক২ স্থানে রমণীয় সরোবর—স্ফটিকের ন্যায় জল—পবনস্পর্শে দুলে২ যেন হাসিতেছে ও সূর্য্যের আভা তাহার উপর পড়িয়া ঝগমগ করিতেছে। এক২ স্থানে পক্ষি সকল জলে ও স্থলে কেলি করিতেছে, তাহাদিগের কলরবে কর্ণ কুহর জুড়ায়। এক২ স্থানে প্রস্তরময় অট্টালিকা—মণি মাণিক্যে খচিত—তাহাতে অপ্সরা ও কিন্নরেরা সুমধুর স্বরে গান করিতেছে। এক২ স্থানে পীত শ্বেত নীল ও রক্ত বসনা বিদ্যাধরী নৃত্য করিতেছে। এক২ স্থানে যোগিরা নয়ন মুদিত করিয়া যোগাসনে বসিয়া রহিয়াছেন—ত্রৈলোক্য পাইলেও চেয়ে দেখেন না। এক২ স্থানে মুনি ঋষিরা "জয় হরে মুরারে" বলিয়া ভজন করিতেছেন। এই সকল দেখিতে২ এক সহরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম॥

ঐ সহর নদীতীরস্থ—সেই নদী জাহাজে পরিপূর্ণ। রাস্তায় নানা জাতীয় লোক গমনাগমন করিতেছে। জিনিসের আমদানি রপ্তানির গোল—গাড়ির শব্দ ও লোকের কোলাহলে কাণ পাতা ভার। আমি অগ্রবর্ত্তি জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিলাম পিতা এ কোন সহর?/তিনি উত্তর করিলেন ইহার নাম কলিকাতা ইহা ভারতবর্ষের রাজধানী। তোমার দিব্য চক্ষু হইলে সহরে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাইবে। তুমি আমার গায়ে হাত দেও। তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিবামাত্র নানা প্রকার বিচিত্র ব্যাপার দেখিতে পাইলাম।

কোনখানে দলপতি বাবুরা রাত্রে খানা ও মদ সেঁটে প্রাতঃকালে মুখ পুচিয়া জাতমারিতে বসিয়াছেন। কোন খানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দিনের বেলায় গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা করিয়া চণ্ডীপাঠ ও যজমানগিরি কর্ম্ম করিতেছেন ও রাত্রে বাবুদিগের সঙ্গে মজায় ও চোহেলে মত্ত হইতেছেন। কোন খানে অধ্যাপকেরা শাস্ত্রকে কল্পতরু করিয়া দোকানদারি করিতেছেন—ফলের দফা কিঞ্চিৎ হইলেই আবশ্যক মতে বিধি দিতেছেন—রাতকে দিন করিতেছেন—দিনকে রাত করিতেছেন। কোন খানে বলরাম ও রামেশ্বর ঠাকুরের সন্তানেরা শূদ্রের বাটীতে জলস্পর্শ করেন না কিন্তু বেশ্যার ভবনে এমন করিয়া আহার টাসিতেছেন যে পাত দেখে বিড়াল কাঁদিয়ামরে। কোনখানে তিলক নামাবলী সন্ধ্যা আহ্নিকের ঘটা হইতেছে অথচ পরস্ত্রী গমন ও অপহরণে ক্ষান্ত নাই। কোনখানে দালানে পূজা যাগ যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণ ভোজনের ধুম লেগে গিয়াছে ও বৈঠকখানায় জাল জুলম ফেরেব ফন্দির শেষ হতেছে না। কোনখানে সুশিক্ষিত বাবুরা সাহেব সুবার খাতির রাখিবার ও আপন মান বৃদ্ধি জন্য স্বজাতীয় রীতি ব্যবহার ও ধর্ম্মের বেহিসেবি নিন্দা করিয়া আপন জাতিকে একেবারে ধ্বংস করিতেছেন। কোন খানে কেবল যাবনিক আহার ও পানেরই আলোচনা হইতেছে, কি মনেতে কি বাক্যেতে কি কর্ম্মেতে ঈশ্বরের প্রসঙ্গমাত্র নাই, সকল কর্ম্মেরই মূল বাহ্যিক বিজাতীয় ভড়ং।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বিষণ্ন হইয়া ভাবিতে লাগিলাম

একটু শঠতা দেখিয়া চটে উঠিয়াছিলাম কিন্তু এক্ষণে বোধ হইল যে এস্থান শঠতা ও অধর্ম্মের সমুদ্র। ইতিমধ্যে এক দিগ থেকে একটা চীৎকার ধ্বনি উঠিয়া আমার কর্ণ গোচর হইল —চক্ষু তুলিয়া দেখিলাম—একটা দাগড়াপেটা আদমরা যেও গরু গাঁ গাঁ করিতেং পলাইং ডাক ছাড়িতেছে ও এক জন তিলকধারী কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ তাহার লেজ ধরিয়া টানিতেং বলিতেছে—ওরে তুই গেলে আমি কাকে নিয়ে থাক্‌ব? তবে আমিও প্রস্থান করি আর মিছে ছেঁড়া চলে খোঁপা কেন? তোর জোরেতেই আমার পেট চলে—তুইতো আমার কামধেনু। অন্য এক দিগ্‌থেকে শ্বেত বসনা ও শান্ত বদনা একটী কন্যা স্বর্গ-থেকে একং বার নাম্‌তেছেন ও বল্‌তছেন—জ্ঞান! আমাকে সাহায্য কর এখানে স্থির হইয়া থাকিতে পারিনা। আমি যোড় হাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—পিতা এসকল কি? জ্ঞান উত্তর করিলেন—যে গরুটা পলাইং ডাক ছাড়্‌ছে, ইহার নাম জাতি, এ অনেক চোট খাইতেছে আর টিক্‌তে পারে না। তাহার লেজ ধরে যিনি টান্‌ছেন উহার নাম হিন্দুগিরি। জাতি গেলে তার গুমর যাইবে এজন্য টানাটানি করিতেছেন। আর ঐ যে কন্যা একং বার নাম্‌ছেন ও উঠ্‌ছেন উহার নাম ধর্ম্ম। বঙ্গদেশে এত অধর্ম্ম যে তিনি আর তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারেন না, এই কারণে আমাকে আনুকূল্য করিতে বলিতেছেন।

আমি এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার একাগ্র চিত্তে দেখিতে লাগিলাম। জাতি এমনি দৌড়িতেছে যে হাজার টানা-টানিতেও থামে না, হিন্দুগিরিও লেজ কসে ধরিয়া পেছনেং ঝুলিয়া যাইতেছে। এইরূপে টানাটানি হেঁচড়া হেঁচড়িতে জাতির লেজ পটাষ করিয়া ছিঁড়ে গেল ও হিন্দু-গিরি বেগে চিৎপটাং হইয়া ঠিকরে পড়িলেন। লেজের জ্বলার চোটে জাতির গাঁ গাঁ হাম্বা হুম্বা শব্দে পৃথিবী ফাটিয়া যাইতে লাগিল। এই গোলে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে দেখিলাম নর্ম্মদা তীরস্থ সেই বৃক্ষের তলায় পড়িয়া রহিয়াছি, আমার নিকটে কএক জন বৈরাগী বসিয়া খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতেছে।

৯. অতি লোভে তাঁতি নষ্ট।

এং মায় বেং যায় খল্‌সে বলে আমিও যাই। কায়েত বামুনেরা জাত মারামারি করে—তাঁতিরা বলে আমরা চুপকরে থাকি কেন? যাহারা কর্ম্ম কাজ করে তাহাদিগের সময় কাটাইবার উপায় আছে—যাহারা কেবল ঘরে বসে থাকে তাহারা মোড়লগিরি না করিয়া কি করে? স্ত্রীর কাছেও বলা চাই আমি হেন্ করলাম—তেন্ কর্‌লাম—আর বাহিরেই বা মান বাড়িবার কি উপায়? কোন ভাল রকম চর্চ্চা নাই—অথচ সময় কাটানও চাই—গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়লগিরিও করা চাই, এজন্য এখানে খোঁচা ওখানে খোঁচা দিয়া বেড়ায়—একটা গোল বাদিলে ও বকাবকি চলিলে—ঘোঁট চলিল—হতে কর্ত্তে যত দিন যায় তাহার পরে ডিক্‌রি হউক বা ডিস্‌মিসই হউক, তাতে বড় ক্ষতি নাই।

কলিকাতা নিবাসী অম্বিকা চরণ সেট বাবু লেখাপড়া শিখিয়া দেখিলেন যে বাঙ্গালিরা কলম পিসেং সারা হয়—কেরানিগিরিং বই আর কথা নাই এবং আফিশ মাষ্টারের চোক্‌রাঙ্গানি ও গালাগালি তাহাদিগের অঙ্গের আভরণ। অর্থ উপার্জ্জন যে কেবল কেরানিগিরিতে হয় তাহা নহে—অর্থ উপার্জ্জন নানা প্রকারে হইতে পারে। চাকরি করা কর্ম্মটী পরাধীন—সওদাগরি করা স্বাধীন, দুয়েরই দোষ গুণ আছে কিন্তু সওদাগরি ভালরূপে শিখে করিতে পারিলে অনেকাংশে ভাল। এই বিবেচনা করিয়া অম্বিকা বাবু কলিকাতায় সওদাগরি কর্ম্ম কিছুকাল দেখিয়া শুনিয়া বিলাতে রেসম ও চা খরিদ করিয়া পাঠাইবার জন্য চীন দেশে জাহাজে গমন করিলেন। যৎকালীন বাবু যাত্রা করেন তৎকালীন তাঁহার পাল্লায় অনেক টাকা ছিল সুতরাং সকল জ্ঞাতি কুটুম্বেরা আসিয়া, বলিলেন সওদাগরি কর্ম্ম বড় ভাল, দশ জন লোক প্রতিপালন হয়, আর আপনার কর্ম্ম

আপনার চক্ষে না দেখিলে হবে কেন? কিছুকাল পরে কর্ম্মক্রমে বাবুর লোকসান হইল; তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের মধ্যে তাঁহাকে ঠেলিবার ঘোঁট হইতে লাগিল। দলোর বলিয়া উঠিল আদি দত্ত জিঙ্গির হইতে ফিরিয়া আইলে তাহার সমন্বয় হইয়াছিল—তিনি যেমন জাহাজে গিয়াছিলেন অম্বিকা বাবুও তেমনি জাহাজে গিয়াছিলেন তবে অম্বিকা বাবুকে কেন খারিজ দেওয়া যাইবে? পৃথিবীর মজা এই যে এক বিষয়ে প্রায় এক মত হয় না। কয়েক জন দলোর দেখাদেখি ও খাতিরে কতকগুলি তাঁতি তাহাদিগের মতে মত দিলেন—বাকি তাঁতিরা বলিয়া উঠিল জাহাজে গেলে জাত মারা হইতে পারে না—আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা সওদাগরি কর্ম্ম করিতেন। সে পদ বজায় রাখা উচিত—এ দেশ থেকে ও দেশে না গেলে সওদাগরি কর্ম্ম কেমন করিয়া হইতে পারে? এক্ষণে প্রায় সকলেই গোলামি করিতেছে—অম্বিকা বাবু সওদাগরি কর্ম্মের নিমিত্তে যে অন্য দেশে ক্লেশ স্বীকার করিয়া গিয়াছিলেন এজন্য তাঁহাকে প্রশংসা করা উচিত—তাঁহার জাতি মারিতে গেলে ঘোর তেঁতে বুদ্ধি প্রকাশ পাইবে। দলোরা একথায় কাণ দিল না—তাহারা রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত রুটি ঘণ্ট ফির্ণে ও মেটা ত্যাগ করিয়া শেয়ালের যুক্তি করে—অনেক তর্কবিতর্ক উপস্থিত হয়—অনেক ছিলিম তামাক পোড়ে—অনেক হাত নাড়ানাড়ি ও মাথা বকান হয়—এ একবার চীৎকার করে—ও একবার রাগ করে—কিন্তু কিছুই শেষ হয় না—আসল কথা মাকড় মারিলে ধোকড় হয়। এক দিবস তাহাদিগের নিকটে একজন স্পষ্টবক্তা ব্রাহ্মণ বসিয়া ছিলেন—তাহাদিগের পাক চক্র দেখিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—অগো সেট বাবুরা—অগো বসাখ বাবুরা—এ বুদ্ধি কেন? তোমাদিগের সুখে থাকিতে কি ভূতে কিলয়? আর যদি যথার্থ জাতং করিয়া বেড়াও তবে আপনাদিগের গায়ে হাত দিয়ে কথা কহ—পূর্ব্বে যে সময় ছিল এক্ষণে তাহা নাই—আপনং বাটীর

ভিতর কি হইতেছে তাহা দেখিয়া চুপ চাপ মেরে থাকাই ভাল—আর কি জাঁত আছে? জাত গাঁ গাঁ করিয়া পালিয়া গিয়াছে। জাতকি কোন দেশে গেলেই যায়? ব্রাহ্মণের স্পষ্ট কথায় দুই এক জন দলো খেপে উঠিয়া বলিল বামুন বেটারাই সব সারলে—ঐ বেটারাই আমাদিগের মজাবার মুল। ব্রাহ্মণকে ঘাঁটান বড় দায়—একবার খেপে উঠিলে একটা না একটা কাণ্ড অবশ্যই করে। কিঞ্চিৎ কাল ভাবিয়া ঐ ব্রাহ্মণ হাত নেড়েং এই কবিতা পাঠ করিলেন।

খয়ে বন্ধন, ঘোর বন্ধন, কর কাটন গো।
উলুবন, সন্তরণ, কুল পাওন গো।
মশা দর্শন, লাঠি মারণ, হস্ত নাশন গো।
প্রাণি মারণ, গুল্তি করণ, ঠিক দেওন গো।
জাতি মারণ, ঘোঁট করণ, খয়ে বন্ধন গো।
তাঁতি জ্ঞান, কিবা জ্ঞান, মশা মারণ গো।

---

১০ বাহিরে গৌরাঙ্গ অন্তরেতে শ্যাম অবতার।

ফুলে খড়দহ বল্লবী সর্ব্বানন্দি—কি চমৎকার মেল! ইহারা যে চারি বেদ, আর আদান প্রদান উল্টি পাল্টি কি গৌরবও সুখজনক! অবলা নারিগণ মরুক বা বাঁচুক তাহা বিবেচনা করণের কোন আবশ্যক নাই—তাঁহাদিগের ধর্ম্ম রক্ষা হউক বা না হউক তাহাতে কি ক্ষতি বৃদ্ধি? কৌলীন্য রক্ষা হইলেই পুরুষের মান রক্ষা হইল। লোকসমাজে পৈতের গোচ্ছা বাহির করিয়া আমি কামদেব, রুদ্ররাম, বলরাম অথবা রামেশ্বর ঠাকুরের সন্তান এই পরিচয়েতেই ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ফল হয়। সৎ চরিত্র ও সদাচার এই দুই প্রকৃত জাতি ও কৌলীন্যের মুল কিন্তু এমত জাতি ও কৌলীন্য প্রায় নির্মূল হইয়াছে। ধনলোভ অথবা ভ্রমাধীন আত্ম গৌরব রক্ষার্থ কেবল কতক গুলিন কল্পিত ব্যবহার লইয়া গোলযোগ করিলে কি হইতে পারে? যাহার অন্তরে ভ্রষ্ট মতি তাহার বাহিরে

সতীত্ব আচার করিলে ঐ কুটিলতা কি অপ্রকাশ থাকিবে? না সতীত্ব ধর্ম্ম বৃদ্ধশীল হইবে?

রঙ্গপুরের রামানন্দ বন্দোপাধ্যায় বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান। জন্মাবধি পিতাকে কখন দর্শন করেন নাই, লোক মুখে শ্রবণ করিয়াছিলেন যে তাঁহার জনক অমুক, সুতরাং সেই মত পরিচয় দিতেন। গ্রামস্থ ভাইপো সম্পর্কীয় কেহ২ ঐ কথা লইয়া ঠাট্টা বিদ্রূপ করিলে তিনি রাগান্বিত হইয়া সে স্থান হইতে উঠিয়া যাইতেন। রামানন্দের বিদ্যা শিক্ষা যৎ-সামান্য রূপ হইয়াছিল। বাল্য কালে লেখা পড়া করিতে বলিলে অমনি বলিয়া উঠিতেন আমরা কুলীন লেখা পড়া কেন করিব? বুদ্ধি ও বিষয় না থাকাতে কৌলীন্যের গৌরবে গর্ব্বিত হইতে লাগিলেন। মনে করিতেন আমি যেখানে যাইব গুরুপুত্রের ন্যায় পূজ্য হইব—লোকে আমাকে টাকা দিতে পথ পাইবে না—বাস্তবিক সমস্ত বঙ্গভূমিই আমার জমিদারী—আমি এমন নিকশ কুলীন যে কশ না থাকিলেই আমার জন্য রস নির্গত হইবে,—আমি যদি দশটা খুন করি তাহাতেও আমার দণ্ড হইবেক না। রামানন্দ এইরূপে মনে২ সদানন্দ হইয়া আত্ম মানবৃদ্ধি জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত করিয়া বেড়ান ও স্বীয় মাহাত্ম্য বিষয়ে অন্যকে অন্ধদেখিলে বিজাতীয় ক্রোধানলে জ্বলিয়া উঠিয়া বলেন আমি যে কি পদার্থ তাহা যে না চিনে সে বেটা হিন্দু নহে। গ্রামে ভদ্র২ লোকের বাটীতে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়, তিনি ভবনে উপস্থিত হইলে তাহারা সকলে যৎপরোনাস্তি সম্মান করে। কিন্তু কাহার বাটী-তে আহারাদি করা দূরে থাকুক নূতন ছিলিমে গঙ্গাজল পূরিয়া না আনিয়া দিলে তামুক পর্য্যন্ত খান না। যদিও কালে ভদ্রে কাহার বাটীতে আহার করিতে সম্মত হয়েন তথাপি কেবল অনাচমনীয় গ্রহণ করেন ও অপর লোক সম্মুখে উপস্থিত হইলে বলেন—কি করি আত্মীয়তা অনুরোধে বসিয়াছি, হিশাবমত শূদ্রের জলস্পর্শ করা কর্ত্তব্য নহে কিন্তু পিরিতে কি না হয়? স্বয়ং রামচন্দ্র গুহচণ্ডালের বাটীতে কেমন করিয়া গিয়া-

ছিলেন। যদি রামানন্দের কেবল এই রূপ ভাওামি থাকিত তাহা হইলে অন্যান্য লোকে চোকমট্‌কানি গা. টেপাটীপি মুচকেহাসি ও সময়ে২ দুই একটা অম্বল মধুর ঠাট্টা করিয়া চপ্‌চাপ রহিত কিন্তু ভাওামির সহিত ষণ্ডামি থাকাতে আপামর সাধারণ লোকে তাহার কথা সর্ব্বদা আন্দলন করিত। সকলেরই দৃষ্টি তাহার উপর পড়িয়াছিল সুতরাং ক্রমেং তাঁহার গুণাগুণ প্রকাশ হইতে লাগিল।

রামানন্দের মাতার সেই গ্রামে এক জন সপত্নী ছিলেন। যদিও শৈশবস্থায় রামানন্দ তাঁহার বাক্য বাণে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন তথায় ধ্রুব মহাশয়ের ন্যায় গহন বনে কঠোর তপস্যার্থ না গিয়া মাতামহ দত্ত ভিটায় বসিয়া সকলের মামলা মকর্দ্দমা ডিগ্রি ডিসমিস করত কি জাত্যাভিমান কি সরদারিত্ব কি বল বিক্রমে সকলেতেই প্রকাশ করিতেন যে "পদ্মপলাশ লোচন" আমার হাতের ভিতর। আপন বিষয়ের মধ্যে কেবল বিগে কত জমি—হাজা শুখা না হইলে মাস কয়েকের ধান্যের ঠিকানা হইতে পারিত। সংসারের অন্যান্য খরচ কেবল মুখভারতীতে নির্ব্বাহ হইত। প্রতি দিন বাজারে গিয়া তোলা তুলিতেন ও জিনিষের নমুনা চাই বলিয়া কোনং সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় অথবা ব্যবহার করিতেন। যদি কোন উঠনা ওয়ালা টাকার তাগাদা করিতে আসিত তবে তাহার গলায় পইতাটা ও মস্তকে পায়ের ধূলা দিয়া বলিতেন—আমি লোকটা কে জান? আমি বিষ্ণুঠাকুরের সন্তান। উঠনাওয়ালা বলিত—মহাশয় বিষ্ণুঠাকুরের সন্তানই হও আর কৃষ্ণঠাকু-রের সন্তানই হও আমরা দুঃখী মানুষ, উঠনা খেয়েছ, এত তাড়াতাড়ি কর কেন? অন্যান্য লোকের নিকট জিনিষপত্রটা চাহিয়া আনিয়া বন্ধক অথবা বিক্রয় করিতেন। তাহারা চাইতে পাঠাইলে রাগান্বিত হইয়া বলিতেন ভাল দেওয়া যাবে, এত ব্যস্তকেন, আমি কি জিনিস লইয়া খেয়ে ফেললুম? এপ্রকারে অনেকের ঘটীটা বাটীটা তাওয়াখানা ধুতি চাদর

রেজাই সাল রুমাল দেখিতেং উড়াইয়া দিয়াছিলেন। দোকানি পসারিরা তাহাকে দূর থেকে দেখিলে ভয়ে ঝাঁপ বন্দ করিত। কিছু কাল এইরূপে কাটাইয়া তিনি গুরুমহাশয় গিরি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। ছেলেদিগের লেখাপড়া হত হউক বা না হউক, তাহাদিগের নিকট হইতে পরব পার্ব্বণে পয়সা ও দ্রব্যাদি লইতে ত্রুটি করেন নাই কিন্তু পড়াইবার সময় হইলে যুক্তাক্ষর শব্দের অর্থ অথবা কসামাজাতে ভারি বিপত্তি হইত। পরে আপনার বিদ্যা ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ হইলে পাঠশালা ভাঙ্গিয়া গেলেও কিছু কাল বেত হাতে করিয়া ঢুলিতেং মশা তাড়াইয়া ছিলেন। পিতা পিতামহের ন্যায় স্থানেং বিবাহ করিয়া ধন সঞ্চয় করিবেন এই মানসে পাণি গ্রহণ করিতেও কসুর করেন নাই, কিন্তু সে পাণি গ্রহণে বাস্তবিক পাণি গ্রহণই হয় নাই। যেখানে যাইতেন সেখানেই তাহার রাত্রিবাস লাভ করণ স্বভাব দেখিয়া প্রায় সকলে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় করিত। তাঁহার বাটীর নিকটে ভজহরি ঘোষ নামে একজন প্রকৃত মুখ্যী ছিলেন। তিনি সর্ব্বদাই তপ জপ সন্ধ্যা আহ্নিক পুরশ্চারণ উপবাস ব্রত নিয়মে নিযুক্ত থাকিতেন, ও কুলশীলের কথা লইয়া নিকটস্থ লোক সকলকে উপদেশ দিতেন। কে কনিষ্ঠ কে ছভায়া, কে মধ্যাংশ, কে মধ্যাংস দ্বিতীয়পো, কাহার পান দোষ, কাহার পশ্চাৎ দোষ, কাহার দেবীদাস দোষ, কাহার গঙ্গাদাসী দোষ, কে উলুই, কে সহজ, কে কোমল, কাহার আদ্দির সর ঘর, কে গোষ্ঠীপতি, এই সকল কথা লইয়া বিতণ্ডা করিতেন। ভজহরির সর্ব্বাঙ্গে ছাপ, গায়ে নামাবলী, হাতে হরিনামের মালা, দৃষ্টি মাত্রে বোধ হইত তিনি বড় শুদ্ধচিত্ত লোক কিন্তু গ্রামের যাবতীয় গলতি কর্ম্মে সংগোপনে মূলীভুত থাকিতেন। দালানে আহ্নিক করিতে বসিলে নিকটে নানা প্রাকার মন্দ লোক আসিত। আহ্নিক করিবার সময়ে অপর লোক থাকিলে ভঙ্গিক্রমে পরামর্শ দিতেন নতুবা তাহাদিগের কানে গুরুমন্ত্র প্রদান করিতেন। যদি কেহ ধরা পড়িত অথবা কোন

মামলায় দারোগা সুরৎহাল করিতে আসিত তিনি জিজ্ঞাসিত হইলে মালা জপিতেং বলিতেন আমি ইহার ভাল মন্দ কিছুই জানি না—আমি উদাসীন কেবল গোবিন্দের চরণারবিন্দ ধ্যান করি। এখন তোমরা এই আশীর্ব্বাদ কর যে ভবনদী পার হয়ে সেই পাদপদ্ম দর্শন করিতে পাই আর যেন আমাকে জন্ম গ্রহণ না করিতে হয়। এ সব কথা যাহারা শুনিত তাহাদিগের এই বিশ্বাস হইত ঘোষজ সাংসারিক বিষয়ে কোন প্রকারে লিপ্ত নহেন কেবল পারমার্থিক বিষয়ে আসক্ত। রামানন্দের সহিত ভজহরির ক্রমশঃ বিজাতীয় আত্মীয়তা জন্মিল। দুই জন দুই জাতির টেক্কা কুলীন—দুই জনেরি জাত্যভিমান অসাধারণ—দুই জনেই কপট ভণ্ড ও বিটল—দুই জনেই ধনলোভী—দুই জনেরই অর্থ উপার্জনে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান নাই সুতরাং এত ঐক্যতায় আত্মীয়তা প্রগাঢ় হইতে লাগিল। কি জালে, কি অপহরণে, কি ফেরেবে, কি পরস্ত্রীর ধর্ম্ম নষ্ট করণে, কি মিথ্যা শপথ দেওয়াতে দুই জনেই বিলক্ষণ পটু কিন্তু এমন বর্ণ চোরা আঁবের মত থাকিতেন যে কাহার সাধ্য তাহাদিগের প্রতি কোন দোষারোপ করে। পরন্তু গ্রামের যাবতীয় লোক ক্রমেং টের পাইতে লাগিল। রামানন্দ ষণ্ডা ছিল বটে কিন্তু ভজহরির সহবাসে এক্ষণে অন্তঃসলিলা বহিতে আরম্ভ করিল। দুই জনেই অন্যান্য লোকের সমীপে কেবল কৌলীন্য গৌরব ও বৈষ্ণব তন্ত্রের মাহাত্ম্য আন্দোলন করেন এবং অশেষ বিশেষ রূপে ইহা প্রকাশ করেন যে বৈষয়িক ব্যাপারে তাহাদিগের কিছু মাত্র অনুরাগ নাই। তাহাদিগের চাল চলন দেখিয়া আপামর সাধারণ লোকের আরো সন্দেহ জন্মিল ও ঐ মহাত্ম দ্বয়ের বিষয় বিভব বৃদ্ধি হওয়াতে কুমতির বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

নদীতীরে কয়েক ঘর ডোম বাস করিত। রামপ্রসাদ নামে একজন ডোম আপন পরিবার রাখিয়া বিদেশে গমন করিয়া ছিল। তাহার পত্নী প্রাতে মজুরি করিতে যাইত। হয়তো দুই তিন দিবস কর্ম্মক্রমে বাটী আসিত না। তাহার এক পরমা-

সুন্দরী বিধবা কন্যা গৃহে থাকিয়া কাটনা অথবা পাট কাটিত। সে প্রায় লোকালয়ে বাহির হইতনা ও পুরুষ মাত্র দেখিলে সকলকে বাবা বলিয়া সম্বোধন করিত। আপন বিশ্বাসানুসারে ধর্ম্মকর্ম্মে সর্ব্বদা রত থাকিত ও পিতামাতাকে কি প্রকারে সুখি করিবে তদর্থে প্রাণপণে যত্ন করিত। রামানন্দ ও ভজহরি ঐ যুবতি কন্যাকে কুপথ গামিনী করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন২ কিন্তু কন্যা ঐ প্রস্তাবকে কর্ণে স্থান না দিয়া অত্যন্ত বিরক্তহইয়া বলিতেন— আমি নীচ জাতি—যখন পতির বিয়োগ হইয়াছে তখন আমার সংসারের সকল সুখ ঘুচিয়া গিয়াছে এক্ষণে উঞ্ছবৃত্তি করিয়া কাল কাটাইতেছি—প্রাণ সত্ত্বে সতীত্ব ছাড়া হইবনা—আমাকে ধনলোভ দেখান বৃথা—আমি প্রতিদিন পরমেশ্বরকে বল প্রভু! আমি অনাহারে মরি সেও ভাল যেন শুদ্ধ চিত্তে ও পবিত্র শরীরে তোমার চরণ ভাবিতে২ মরি। এই কথা রামানন্দ ও ভজহরি শুনিয়া ঈসদ্ধাস্য করত যুক্তি করিতে লাগিলেন।

রজনী ঘোর অন্ধকার—মেঘগর্জ্জন করিতেছে—বিদ্যুত চমকিতেছে—বজ্র ঝণ২ শব্দ করিতেছে। নদীর জল তোলপাড় হইতেছে, নিকটস্থ এক২টা গাছের উপর নানাজাতি পক্ষী নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে—ডোংগাড়েরা টোকা মাথায় দিয়া তামুক খাইতে২ বলিতেছে "সালার বাদল বড় করিলে। ডোম কন্যা মাতার অনাগমনে অসুখী হইয়া পিতাকে স্মরণ করত আত্ম দুরবস্থায় কাতর হইয়া স্বামির প্রিয় বাক্য মনে করিতেছে ও এক২ বার নয়নবারি অঞ্চল দিয়া মোচন করিতেছে। গৃহমধ্যে মনুষ্যের আগমনের শব্দে চমকিয়া দেখেন দুইজনা চোয়াড় পশ্চাতে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে পাঁজাকোলা করিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে। তিনি কাঁপিতে২ বলিলেন বাবা তোরা কে? আমাকে কেন ধরিস্? চোয়াড়েরা তাঁহার বাক্যে একটু বিমোহিত হইয়া থমকিয়া পরে পরস্পর মুখাবলোকন করত কিছু উত্তর না করিয়া ধরিয়া লইয়া চলিল। ডোমকন্যা চীৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগি-

লেন, তাঁহার ক্রন্দনে নিকটস্থ সজাতীয়দিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইল, তাহারা সকলে আস্তেব্যস্তে দৌড়িয়া আসিয়া দুইটা চোয়াড়কে যৎপরোনাস্তি শাস্তি দিল ও কন্যাকে উদ্ধার করিয়া সকলে ঘিরিয়া রহিল। কন্যা উদ্ধৃত হওনকালীন বলিলেন যাহারা আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহাদিগের বিচার পরমেশ্বর করিবেন।

দৈবাৎ রামপ্রসাদ ও তাহার স্ত্রী দুই জনেই পরদিন প্রত্যাগমন করিয়া আপনাদিগের দুঃখিনী কন্যার সকল কথা অবগত হইল। রামপ্রসাদ অত্যন্ত বলবান ও সাহসী, আপন রাগ সম্বরণ না করিতে পারিয়া রামানন্দ ও ভজহরি[illegible] নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ভজহরি চরণামৃত পান করিয়া মস্তকে হাত পুছিতেছেন ও রামানন্দ চতুর্দ্দিগে নয়ন দৃষ্টিপাত করত ফুসং করিয়া মালা জপিতেছেন। রামপ্রসাদ কোন কথা না বলিয়া তাহাদের দুই জনের চুলের টীকি ধারণ পূর্ব্বক জুতার চোটে পিট একেবারে রক্তিমাবর্ণ করিয়া দিল। নিকটে দুই চার জন দরয়ান ছিল তাহারা রামপ্রসাদকে ব্যাঘ্ররূপ দেখিতে লাগিল ও আত্ম রক্ষাতে অন্তরে পলায়ন করিল। গ্রামের ছেলে বুড় যুবক, যাবতীয় লোক প্রফুল্ল বদনে বলিল—ভাল মোর বাপ রামপ্রসাদ এত দিনের পর কুলীন মহাশয়দিগের কুল রক্ষা হইল।

লোকের যখন সুগতি হয় তখন নানা প্রকারেই হইয়াথাকে একবার ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলে নদীর তোড়ের ন্যায় অচিরাৎ সব ধস্কে দেয়। রামপ্রসাদি পদের পর রমানন্দ ও ভজহরি কোন প্রসাদ অন্বেষণ না করিয়া কিঞ্চিৎ কাল মৌনভাবে থাকিলেন কিন্তু তাহাদিগের কর্তৃক চুপচাপি গলতি কর্ম্ম সমুদ্র বিশেষ—তাহার অসীম নদ নদী স্রোত ঝিল খাল সোঁতা চর্তুদিগে বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, কখন কাহার বাঁধ ভেঙ্গে উপপ্লাবন করে তাহা অতিশয় অনিশ্চয়। উক্ত দুই কুলীন মহা-

আর এমত ক্ষমতা ছিল না যে অগস্ত্যর মত এক গণ্ডূষেই উদরস্থ করেন অথবা পশুপতির ন্যায় জটাজুটের ভিতরে রাখেন। দেখিতেং একটা জাল মকদ্দামায় তাহাদিগের বেনা-ফরি প্রমাণ হওয়াতে তাহারা ধৃত হইয়া চালান হইলেন। ঐ সময়ে এক জন ঢুলি রাস্তাদিয়া যাইতেছিল একটু আহ্লা-দিত হইয়া দক্ষে হাত নেড়েং বাজাইতে লাগিল "জামাই ভাঁড় খেসে রে তোর শ্বশুর নাই ঘরে" ও মল্লেশ্বরেপূরের ঠাকুর সুপণ্ডিত রমাপতি নিকটে আসিয়া বলিলেন তোমরা তো চলিলে এক্ষণে কি লইয়ে যাবে? বিস্তর ভোগ করলে—বিস্তর ভোগ করালে এক্ষণে কর্ম্মভোগ কে নিবারণ করিতে পারে? তোমরা যে তপ জপ করিয়াছ তাহাতে বোধ হয় আর ফিরিয়া আসিতে হবে না—ওগো তোমরা প্রকৃত মানুষ নও, তোমরা বাহিরে গৌরাঙ্গ অন্তরেতে শ্যাম অবতার।

সমাপ্ত॥